ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 July, 2023 ■ আগরতলা ১৩ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ২৭ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মধ্যরাতে বড়মুড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুলাই।। রাতের আঁধারে বড়মুড়া খামতিং বাড়িতে পথ অবরোধের জেরে দূরপাল্লার গাড়ি সহ দীর্ঘক্ষণ পাহাড়ি পথে আটকে থাকতে হয় অনেক ছোট বড় যানবাহনকে। যদিও ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই উপযুক্ত পুলিশি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অবস্থা স্বাভাবিক হয়। ঘটনা মঙ্গলবার গভীর রাতে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকার খামতিং বাড়ির স্থানীয় কিছু যুবক কোন একটি কাজে জিরানিয়া থানাধীন চম্পকনগরে যায়। অভিযোগ, চম্পকনগর থেকে ফেরার পথে সংশ্লিষ্ট চম্পকনগর থানার কিছুটা দূরে তাদের উপর একদল দুষ্কৃতিকারী ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র সহ আক্রমণ করে। একটা সময় আক্রমণের শিকার যুবকরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানো সহ অভিযোগ জানাতে চম্পকনগর ফাঁড়ির দিকে রওনা দিলে সেই পথেও আক্রমণের শিকার হতে হয় বলে জানা গেছে।

এরপর ওইখান থেকে আক্রমণের শিকার হয়ে আহত এবং রক্তাক্ত খামতিং বাড়ির যুবকেরা তেলিয়ামুড়া এবং জিরানীয়া থানা এলাকার মধ্যবর্তী খামতিংবাড়ি এলাকাতে রাত প্রায় বারোটার কিছু পরে পথ অবরোধে বসে। আচমকা এই পথ অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দুই ধারে দূরপাল্লার বহু গাড়ি সহ ছোট বড় বেশ কিছু যানবাহন আটকে যায়। স্বভাবতই রাতের আঁধারে পাহাড়ি পথে এভাবে আটকে পড়ে সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটে মূলধনী বিনিয়োগে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট রাজ্যের সকল জাতি, জনজাতি, তপশিলি জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী, সংখ্যালঘু, মহিলা, ছাত্র, যুব সকলের উন্নয়নের লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে সদিচ্ছার কোন অভাব নেই। ভবিষ্যৎ ত্রিপুরাকে এক মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। আজ বিধানসভায় প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। আজ বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় সহ ১৬ জন বিধায়ক আলোচনা করেন।

প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এবারের বাজেটে মূলধনী বিনিয়োগে পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরফলে রাজ্যে যেমন বিনিয়োগ বাড়বে তেমনি কর্মসংস্থানও হবে। ক'ষি ও ক'ষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রের বিকাশেও বাজেটে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজনীতির বাইরে গিয়ে সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে এই সরকার সচেষ্ট। বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় ছাত্রীদের স্কুটি দেওয়া হবে, মহিলা খেলোয়াড়দের সহায়তায় মুখ্যমন্ত্রী স্টেট ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম এবং মুখ্যমন্ত্রী স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট স্কিমে বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং খেলোয়াড়দের স্কলারশিপের সুবিধা, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার বাইরের রাজ্যে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার পরিবার মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-২০২৩ নামক নতুন প্রকল্পে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার বীমার সুবিধা পাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ, রাজ্যের ৮টি জেলায় নেশামুক্তি কেন্দ্র তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নগর উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘিলাতলীতে বন্য হাতির তান্ডব, ঘর বাড়ি তছনছ, পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন অনেকেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১২ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে বন্য দাঁতাল হাতির আক্রমণ অব্যাহত। হাতির পদতলে পৃষ্ঠ হয়ে তেলিয়ামুড়ার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার একদল বন্য হাতির আক্রমণে বিপন্ন একাধিক পরিবার। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১১ নাগাদ কল্যাণপুর থানাধীন দক্ষিণ ঘিলাতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের খগেন্দ্র বল কলোনি এবং পার্শবর্তী এলাকাতে একদল বন্য হাতি আক্রমণ চালায়।

আক্রমণের জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১ আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। বুধবার সকালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে আট থেকে আশি সবার চোখে মুখেই এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। একাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কর্তার সাথে কথা বললে উনারা জানান, প্রায় প্রতিটা রাতই আতঙ্ককে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। মঙ্গলবারের ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একাধিক ক্ষতিগ্রস্তদের জবাব কোনো রকমে কেউবা জানালা দিয়ে, কেউবা ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বাচ্চা সহ প্রবীণদেরকে নিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। সবাই প্রশ্ন তুলছেন আর কতদিন এভাবে তাদের দিন কাটাতে হবে। বিনয়ের সাথে বিনম্রভাবে প্রশাসন তথা সরকারের কাছে আবেদন করেছেন জীবন সহ সম্পত্তি রক্ষায় হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক অনতিবিলম্বে। এর পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাজের সন্ধানে চেন্নাই গিয়ে নিখোঁজ যাত্রাপুরের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। কাজের খোঁজে চেন্নাই গিয়ে নিখোঁজ যাত্রাপুরের যুবক !কাজের খোঁজে চেন্নাই গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বছর বাইশের যুবক এছাক মিয়া!১৬ দিন হয়ে গেছে তবুও তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পরিবারের সদস্যরা। কাজের খোঁজে অনেক যুবক যুবতী পাড়ি দিচ্ছেন ভিন রাজ্যে,আবার কেউ পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে। কেউ কাজের সন্ধান করে রোজগার করে পরিবারকে সাহায্য করছে। আবার কেউ হারিয়ে যাচ্ছে নিজের অজান্তে। এর আগে অনেক যুবক যুবতী বহিরাজে নিখোজ হয়।

এমনই একটি ঘটনা আবারো আমাদের সামনে উঠে আসলো। জানা যায় বহিরাজে কাজের সন্ধানে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন এছাক মিয়া নামে (২২) বছরের এক যুবক। কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত উত্তর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা এছাক মিয়া, পিতা আব্দুল জলিল ! এছাক মিয়া দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চেন্নাই ওআরই হাইওয়ে রোড মামবাক্কাম শ্রীপেরামবুদুর কাঞ্চিপুর ডিস্টিকের শেখর পি নামে এক ব্যক্তির একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করছে। এরমধ্যে চেন্নাই থেকে রমজানের ঈদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান দূর্ঘটনায় বিশালগড়ে শিশুর মৃত্যু, চড়িলামে গুরুতর দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জুলাই।। পথে পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেলো শিশুর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে বুধবার বিকালে বিশালগড় উত্তর রাউৎখলা বাইপাস সড়কে। মৃত শিশুর নাম মহম্মদ হোসেন। বয়স মাত্র চার। বাবার নাম ময়নাল হোসেন। জানা যায়, শিশুটি খেলতে খেলতে বাইপাস সড়কে চলে আসে। তখন একটি সিএনজি সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ি শিশুটিকে পিষে ফেলে। স্থানীয়রা মারাত্মক ভাবে জখম শিশুটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সেখান থেকে রেফার করা হয় হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শিশু মহম্মদ হোসেন। অভিশপ্ত টিআর ০১ এ আর ১৬৯৫ নম্বরের গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। হৃদয়বিদারক ঘটনায় উত্তর রাউৎখলায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শিশুর মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হবে।

এদিকে, বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। বুধবার দুপুরে চড়িলাম পুরানবাড়ী মনু ফকির দর্গার সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন বিশালগড় দমকল বাহিনীকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়ির কল্যাণসাগর দীঘিতে মানুষের মাথার খুলি উদ্ধার, তল্লাসী এনডিআরএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ জুলাই।। ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের দীঘিতে মানুষের একটি খুলি উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ বুধবার সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীরা কল্যাণসাগর দীঘিতে ভাসমান একটি মাথার খুলি দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী, মন্দির ট্রাস্টের ম্যানেজার এবং মাতাবাড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান মণ্টুচন্দ্র দাসকে খবর দেন।

খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে জলে ভাসমান মাথার খুলি বলে নিশ্চিত হলে মন্দির কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি রাধাকিশোরপুর থানায় খবর পাঠান। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পুলিশ জানিয়েছে, একটি মানুষের মাথার খুলি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, মাথার খুলিটি অন্য কোনও জায়গা থেকে এনে কল্যাণসাগর দীঘিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তদের শনাক্ত করা যায়নি, তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দীঘিতে আরও কিছু থাকতে পারে সন্দেহে চলছে তল্লাশি, জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ অধিকারিক।

মাতাবাড়ি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত চন্দন চক্রবর্তী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, মাথার খুলি যদি মানুষের হয়ে থাকে, তা-হলে জল ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনে চলার পদ্ধতি সংশোধন করা প্রয়োজন। সাথে তিনি জানিয়েছেন, কল্যাণসাগর দীঘির জলকে শুদ্ধিকরণ করা হবে।

এদিকে, খুলির অতিরিক্ত কঙ্কাল বা দেহাবশেষ উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। উদ্ধারকৃত মাথার খুলিটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তেপানিয়ায় গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ অধিকারিক জানিয়েছেন, দীঘিতে আরও কিছু থাকতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ বছরে রাজ্যে ৬৭৬৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, ঘাটতি ৫১৫৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ত্রিপুরায় গত পাঁচ বছরে ৬৭৬৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এরপরও ৫১৫৫ জন শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের তৃতীয় দিনে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে ওই তথ্য দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। বিরোধীরা শিক্ষক স্বল্পতা নিয়ে ত্রিপুরা সরকারকে চেপে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এমনকি, শিক্ষার অধিকার আইন এবং নতুন শিক্ষা নীতি নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়েছে। এমনকি চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে বিরোধীরা নিশানা করার জবাব তিনি দিয়েছেন।

এদিন দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় গুণগত শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিকাঠামো এবং শিক্ষক এই দুইটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। তিনি স্বীকার করেছেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। তবে, তার জন্য নির্দিষ্ট কারণের ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। তাঁর কথায়, নিয়মিতভাবেই প্রতি মাসে কিছু সংখ্যক শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেন। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্টের আদেশ মূলে ২০২০ সালে ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের নিযুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া শিক্ষকের স্বল্পতার পেছনে আরও একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ দফা দাবীতে বিধানসভা অভিযান করল বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। সাড়া ভারত কৃষক সভা, ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন এর যৌথ উদ্যোগে আজ পনের দফা দাবিতে বিধান সভা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়। বিধান সভার উদ্দেশ্যে একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সার্কিট হাউজ পর্যন্ত গেলে পুলিশ মিছিলের গতি রোধ করে। সেখানে জন সমাবেশে গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি তথা সিপিআইএম বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী এবারের বাজেটের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে এই বাজেট জনগনের স্বার্থে করা হয় নি বলে অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন রাজ্যের কৃষক, পিছিয়ে পড়া অংশ এবং এডিসি এলাকার জনজাতিদের উন্নয়নে রাজ্যের বিজেপি- আই পি এফ টি সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় পুলিশের জালে আটক পাঁচ চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। বিভিন্ন চুরি যাওয়া জিনিস পত্র সহ পাঁচ কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় চুরির অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। অবশেষে চোর চক্রকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া বিভিন্ন জিনিস পত্র সহ দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সাথে পাঁচ যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত পাঁচ যুবককের মধ্যে এক যুবক গত ২ বছর ধরে বাবার মৃত্যু হয়েছে বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের মৌন সত্যাগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করার প্রতিবাদে সারা দেশের সাথে বুধবার গান্ধীঘাটে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা এবং সমর্থকরা মৌন সত্যাগ্রহ কর্মসূচী পালন করেছেন।

মৌন সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, বিজেপি সরকারের শাসনকালে দেশের সাধারণ মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, দেশটি একটি ফ্যাসিবাদী সরকার দ্বারা শাসিত হচ্ছে যা গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভ, জনগণ, সংবাদ মাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। গণতন্ত্র আজ প্রশ্নবিদ্ধ, কারণ ইডি, সিবিআই এবং আয়করের মতো এজেন্সিগুলির দ্বারা জেলে পাঠানো বা হয়রানি ছাড়া কেউ কথা বলতে, মতামত প্রকাশে এবং প্রতিবাদ করতে পারে না।

তাঁর কথায়, রাহুল গান্ধী ভারতীয় গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করছেন এবং জনগণের কল্যাণে সংসদে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন।কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়নি এবং পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। গুজরাট হাইকোর্ট চক্রান্তের অংশ হিসাবে রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ খারিজে অংশীদার ছিল বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

শ্রী বর্মণ বলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত হওয়া থেকে বাঁচাতে তাঁরা সারা দেশে নীরব প্রতিবাদ করছেন। ভারতে গণতন্ত্র এতটা দুর্বল ছিল না যে এটি চক্রান্তকারীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৬৯ ▫ ১৩ জুলাই ২০২৩ ইং ▫ ২৭ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিশ্বকে পথ দেখাইল ভারত

দারিদ্র দূরীকরণে ভারত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই এইসব পদক্ষেপের সুফল ভোগ করিতে শুরু করিয়াছেন দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টেও তাহা উঠিয়া আসিয়াছে। ইহা আমাদের দেশ ভারতের জন্য অতীব গর্বের। জনগণকে দারিদ্র্যসীমার নিচ হইতে উপরে তুলিয়া আনিবার পরিকল্পনা দেশের সরকারকেই গ্রহণ করিতে হয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া এই সাফল্য কোনদিনই প্রত্যাশা করা যায় না। ভারত সরকারের নিচে বসবাসকারী জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাগত মান উন্নয়নের জন্য যেসব বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বাস্তবায়িত হইতে শুরু করিয়াছে। সেই সুবাদেই ভারত বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে।

বিশ্বে যে সকল দেশে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষ বসবাস করেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হিসেবে ভারতকেও পরিগণিত করা

হইত। দিন যত এগিয়ে যাইতেছে ভারত ততই দারিদ্র দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইতেছে। রীতিমত বিশ্বকে পথ দেখাইতে শুরু করিয়াছে ভারত। আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের এবং মোদি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে রাষ্ট্রসংঘ ।দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে যৌথভাবে অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। সেই রিপোর্টে রীতিমত চমক দেখা যাইতেছে ভারতে দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে। মাত্র কয়েক বছরে ভারত এইভাবে দারিদ্র দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইবে তাহা রীতিমতো অবিশ্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাও আবার কোভিড কালের মত দুর্বিসহ অবস্থাতেও ।গত ১৫ বছরে দেশের দরিদ্র নাগরিকদের অর্ধেক নাগরিককে দারিদ্র সীমা থেকে বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে সরকার। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের আর্থিক উন্নতির জন্য সরকারের তরফ থেকে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত বলিয়াই দাবি করা হইয়াছে রিপোর্টে। এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ আশাবাদী, সরকারি এমন সব প্রকল্পের হাত ধরিয়া আগামী দিনেও ভারত দেশে থাকা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করিতে সক্ষম হইবে ।এই রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৯-২১ সাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে। রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে ভারতের দারিদ্রসীমা ৫৫.১ থেকে দাঁড়াইয়াছে ১৬.৪। অর্থাৎ হিসেব অনুযায়ী এই ১৫ বছরে দেশের সাড়ে ৪১ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার উপরে উঠিয়া আসিয়াছেন।'২০০৫ সালে দেশে ৬৪ কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করিতেন। কিন্তু ১৫ বছর পর এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়াছে ২৩ কোটি। যদিও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে, কোভিড অতিমারির সময় সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হবে তাহা হইলেও যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই ভারত এখন বিশ্বকে আশার আলো দেখাইতেছে। ভারত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ গুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করিতে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠিয়া সকলকে অগ্রসর হইতে হইবে। আহা হইলেই সার্বিক সাফল্য আসবে এবং দেশ গর্বের মুকুট পরিধান করিতে পারিবে।

ব্যাগে তাজা বোমা, নিউটাউনে সিপিএম-তৃণমূল তরজা তুঙ্গে

উত্তর ২৪ পরগণা, ১২ জুলাই (হি. স.) : বাজারের ব্যাগ থেকে উদ্ধার তাজা বোমা। পঞ্চায়েত ভোটের ফলপ্রকাশের ঠিক পরদিনই এই বোমা উদ্ধার ঘিরে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিল নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরে।

বুধবার সকালে নতুন পল্লির সাহা মার্কেটের কাছে একটি ঝোপের মধ্যে পড়েছিল বাজার করার একটি ব্যাগ। দেখা যায়, ব্যাগের ভিতরে তাজা বোমা! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউটাউন থানার পুলিশ। বম্ব স্কোয়াডকেও খবর দেওয়া হয়। এ নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের পাশাপাশি তৃণমূল-সিপিএমের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন জ্যাংড়া-হাতিয়াড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি ক্লাবের ২৬৬ ও ২৬৭ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ চলছিল। সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার বাসিন্দারা বুথে ভাঙচুর করে ব্যালট বাক্স ফেলে দেন বলে অভিযোগ। এরপরেই পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়। সোমবার সেখানে ফের ভোটগ্রহণ হয়, মঙ্গলবার গণনা ও তারপর বুধবার সকালে বুথের কিছুটা দূরেই উদ্ধার তাজা বোমা।

সিপিএম নেতা পরিমল মিস্ত্রির অভিযোগ, পুনর্নির্বাচনের দিন প্রচুর তৃণমূল আশ্রিত বহিরাগত জমায়েত করেছিল। পুরো এলাকায় ঘিরে রেখেছিল তারা। অভিযোগ, তাঁরাই এই কাজ করেছে। সিপিএমের তরফ থেকে এলাকাবাসীদের অনুরোধ করা হয় যে নিজেদের বাড়ির আশেপাশে খুঁজে দেখুন কোথাও বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র পড়ে আছে কিনা। অন্যদিকে, তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ সিপিআইএম বিজেপি এই কাজ করেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।

এফপিও'র মাধ্যমে কৃষক উৎপাদক সংস্থার কাজে গতি আনার ভাবনা

নয়াদিল্লি ১২ জুলাই (হি. স.) : বিভিন্ন কৃষক উৎপাদক সংস্থার (এফপিও) মাধ্যমে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি (প্যাকস) শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে চায় কেন্দ্র। এই কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ১৪ জুলাই নতুন দিল্লিতে 'এফপিও'র মাধ্যমে প্যাকস শক্তিশালীকরণ' একদিনব্যাপী বড় সমাবেশের উদ্বোধন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সহকারের মাধ্যমে সমৃদ্ধি'-র দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের প্রচেষ্টায়, সম্প্রতি সমবায় ক্ষেত্রে ১১০০ টি নতুন এফপিও গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এফপিও প্রকল্পের অধীনে, প্রতিটি এফপিও-কে ৩৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এফপিও-এর প্রসার ও হ্যান্ডহোল্ডিংয়ের জন্য ক্লাস্টার ভিত্তিক ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে (সিবিবিও) এফপিও প্রতি ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

কৃষিকাজকে মজবুত করতে এবং জীবিকা বৃদ্ধিতে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীলদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এফপিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এফপিও, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক/উৎপাদকদের ন্যায্য দাম পেতে, পরিবহন খরচ কমাতে এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ভাঙড়কাণ্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে, দাবি নির্বাচন কমিশনারের

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : ভাঙড়ে আইএসএফের করা অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলেও বুধবার জানিয়েছেন তিনি।

পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বে একাধিকবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়। তৃণমূল ও আইএসএফের সংঘর্ষে দুই দলের তিনজনের মৃত্যু হয়। পঞ্চায়েত ভোটের দিন বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি ভাঙড়ে ।ভোট গণনার রাত থেকে ফের উত্তপ্ত এই এলাকায়া। ইতিমধ্যেই তিনজনের মৃত্যু, ওই দুই পুলিশকর্মীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর জানা গিয়েছে। জেলা পরিষদের আইএসএফ প্রার্থীকে জোর করে হারানো ও জয়ীর শংসাপত্র না দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে উত্তপ্ত হয় ভাঙড়।

বুধবার সরোজিনী নাইডু রোডে নির্বাচন কমিশনের দফতরে আসেন কমিশনার। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ভাঙড় পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করলে রাজীববাবু বলেন, ”কাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, সেটা আমরা জানি না। তবে ভাঙড়ে যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। যেখানে যেখানে শংসাপত্র না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে, সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।”

নৃত্যে যখন মুক্তির রূপ

সেটা ১৯৬১ সাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্র-শতবর্ষের অর্ঘ্য হিসাবে দেবকী বসু ছবি তৈরি করলেন, পূজারিণী। শ্রীমতীর ভূমিকায় অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে নটীর নাচটি নাচলেন মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। আমরা দেখি, শান্তিনিকেতনে নাচের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ নয়, তবলার দ্রুত বোলের সঙ্গে ঘুঙুরের তীব্র ঝনতার একটি শান্ত বিন্দুতে মিশে যায় এই নাচের সূচনায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঁশির সঙ্গে বেজে ওঠে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে “নৃত্যরসে চিত্ত উছল” হয়ে বেজে ওঠার গানটি। রবীন্দ্রগানের টেক্সট-এর সঙ্গে শুরু হয় নাচ।

আর তখনই যেন শিল্পীর ঈষতউত্তোলিত হাতের ভঙ্গিতে দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথের আঁকা খুব পরিচিত নারীমূর্তির আভাস। আমাদের মনে পড়ে যায় শঙ্খ ঘোষের “রেখা নাট্যের নটী” নিবন্ধটির কথা, যেখানে লেখক মনে করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের রেখাশিল্পের শরীরে কী ভাবে আভাস রচনা করে নৃত্যশিল্পের এক সম্ভাব্য প্রতিমা। নটীর পূজা-র প্রথম অভিনয়ের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে মঞ্জুশ্রীর নৃত্যরচনায় যেন নির্মিত হয় রবীন্দ্রগানের সঙ্গে নৃত্যের এক অন্যতর বয়ান, যা বিগত চার দশকে শান্তিনিকেতনে চলতে-থাকা নাচের ধারা থেকে অনেকটাই আলাদা। কিন্তু তা কি একেবারেই আলাদা তাঁর নিজের গানের সঙ্গে নৃত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় থেকে? এই যে ব্রাহ্মসমাজ ও প্রথম যুগের শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রায়-বর্জিত তবলা, এই যে ঘুঙুরের শব্দ, এই যে শাস্ত্রীয় নাচের মেধাবী চলন থেকে চিত্রকলার প্রায়-বিমূর্ত প্রতিমায় মিশে যাওয়া নাচ এ কি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যকল্প থেকে খুবই দূরের? “আমার গানের সঙ্গে যখন নাচবি, তখন সেই (শাস্ত্রীয়) কাঠামোর ওপরে গানের ভাব অনুযায়ী প্রতিমা গড়ে তুলবি,” সুকৃতি দেবীকে বলছেন রবীন্দ্রনাথ (বহিল আনন্দধারা, ১৯৯৯)। মনে পড়ে, নিজের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কাঠামো ও তার উপরে শিল্পীর প্রতিমা নির্মাণের কথা। কিন্তু “রবিবাবুর গান” যখন ক্রমে “রবীন্দ্রসঙ্গীত” হয়ে উঠল, সেই নতুন নামকরণটির কাছে আমরা সানন্দে নিজেদের সমর্পণ করলাম। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কলাবিদ্যা হিসাবে “রবীন্দ্রনৃত্য” শব্দটি কিছুটা সংশয়ী করে তোলে আমাদের। রবীন্দ্রনাথ তো নাচিয়ে ছিলেন না, এবং যে অর্থে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন সে অর্থে “নাচ” রচনা করেননি। অথচ পাড়ায়-প্রতিযোগিতায়-প্রতিষ্ঠানে ধীরে ধীরে “রবীন্দ্রনৃত্য” শব্দটি কবে যেন স্থায়ী আসন পেয়ে গেল, “রবীন্দ্রসঙ্গীত” শব্দটির সমান উচ্চতায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি তথাকথিত “শুদ্ধ” গায়ন নির্মাণের জন্য ১৯৪৪ সাল থেকে বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি একাধিপত্য প্রয়োগ করেছিলেন। এমনকি দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া গানকে নাকচ করার সময় তাঁরা ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কাগজে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে উপযোগী যন্ত্রের একটি অবিকল্প মুদ্রিত তালিকা। সঙ্গীত সমিতির আধিপত্যের এ ধরনের বয়ানে কুণ্ঠিত হয়ে রবীন্দ্রগান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকেন এ দেশের অনেক গুণী গাইয়ে। আন্তর্জাল বা ইউটিউবের মতো মাধ্যমগুলি আছে বলে আমরা বেশ বুঝে নিতে পারি, “রবীন্দ্রসঙ্গীত” নামের যে মূর্তিটি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত সমিতি অনুমোদিত রেকর্ড-ক্যাসেট-সিডি থেকে ক্রমশ উঠে দাঁড়িয়েছে, তার চেহারা রবীন্দ্রনাথ বা দিনেন্দ্রনাথের গাওয়া গানগুলির রূপটি থেকে অনেকটাই দূরের। ফিরে যাই নাচের প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্র-শতবর্ষে নির্মিত যে নাচের কথা দিয়ে এ লেখা শুরু, সেই নটীর পূজা-র প্রথম অভিনয়ের জন্য নাচ তৈরি হয় ১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে। প্রতিমাদেবী “পূজারিণী” কবিতাকে নির্ভর করে একটি মূকাভিনয় করাবেন জেনে রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেন এই নাটক, যার অভিনয়ের অন্তিম মুহূর্তটি মিশে যাচ্ছে একটি নাচে। আমাদের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সেটিই প্রথম নাচ। মণিপুর থেকে আসা নৃত্যশিক্ষক নবকুমার সিংহের শেখানো কিছু ভঙ্গি আর প্রতিমা ঠাকুরের অভিনয়-নির্দেশ নিয়ে নেচেছিলেন নন্দলাল-কন্যা গৌরী বসু। ঠিক তার পাঁচ বছর পর যখন কলকাতায় নটীর পূজা-র অভিনয় হওয়ার কথা, তখন শ্রীমতী চরিত্রের জন্য এই নাচকে নতুন করে তৈরি করার আদেশ পেলেন শান্তিদেব ঘোষ। তাঁর বয়ানে পাই, তিনি নাচটি তৈরির সময় পায়ের ছন্দের কাজের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিলেন। কেবল মণিপুরির জায়গায় এ বার এল কথাকলি আর বাউল নাচের মিশেল। এই বর্ণনা পড়ে নাচটির যে ছবি আমাদের চোখে ভেসে আসে তা জোরালো আঘাত পায় নিউ থিয়েটার্স-এর উদ্যোগে নির্মিত এই অভিনয়ের চলচ্চিত্ররূপটি দেখে। আমরা কিন্তু প্রায় মাথা-নিচু-করা, অত্যন্ত মন্থর একটি শরীরী অভিনয়ের মধ্যে কথাকলি, মণিপুরি, বাউলের “নাচ” বলতে যা বুঝি তা দেখতে পাই না ছায়াছবিতে ধরা নটীর পূজা-য় ললিতা সেনের নিবেদনে।

রবীন্দ্র-শতবর্ষের পর থেকে বাঙালি সমাজে রবীন্দ্রনৃত্য বলতে ঈষতমণিপুরি কথাকলির মিশেল, বাটিকের উত্তরীয়, ঘুঙুরের অলঙ্করণবর্জিত চলন, এই সব কিছু খুব জরুরি চিহ্ন হিসাবে গণ্য হল। ঠিক যেমন “রাবীন্দ্রিক” শব্দটা কিছু বিশেষ ভঙ্গি আর সাজকে অবলম্বন করে একটা প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক চিহ্ন হয়ে উঠল বাঙালি সমাজে। একক স্থাপত্যের মতো এই অনড় কঠিন গড়ন কিন্তু বার বার দ্রব হয়েছে নানা সৃজনমূলক নৃত্য নির্মাণ ও নিরীক্ষার ধারায়। যে অমলা নন্দীর মায়ার খেলা-র অভিনয় দেখে একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি (তখন অমলাশঙ্কর) ও উদয়শঙ্কর ১৯৬১ সালেই তাঁদের নিজস্ব শৈলীতে তৈরি করলেন “সামান্য ক্ষতি”-র নৃত্য। সেই প্রযোজনায় পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও উস্তাদ আলি আকবর খান নানা ভারতীয় ধ্রুপদী ও লোকসঙ্গীতের যন্ত্র ব্যবহার করে এক অন্যতর আবহ নির্মাণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় অভিনীত প্রথম চণ্ডালিকা প্রযোজনায় (১৯৩৯) মায়ের ভূমিকায় সাড়া জাগানো নৃত্য-অভিনয় করেছিলেন মৃণালিনী স্বামীনাথন, উত্তরকালে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠান “দর্পণা” থেকে কন্যা মল্লিকা সারাভাইকে সঙ্গী করে ভরতনাট্যমের নানা স্তরের অভিনয়শৈলী ব্যবহার করে এক অনুপম চণ্ডালিকা তৈরি করলেন। সেই প্রযোজনার পোশাকে ব্যবহার করলেন দক্ষিণ ভারতের মোটা সুতির শাড়ি আর লোকসমাজের গয়না। ঠিক তার পাশাপাশি এই বাংলায় মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার স্পষ্ট করলেন তাঁর “নবনৃত্য” আন্দোলনের ধারণাটি, তাঁর বহু-অভিনীত প্রযোজনা “তোমারি মাটির কন্যা”-তে ব্যবহার করলেন মণিপুরের প্রাকবৈষ্ণব যুগের মহিলা পুরোহিতদের (মাইবি) নাচের আঙ্গিক। সেই নির্মিতি দেখে নির্দেশকের সঙ্গে সঙ্গে টেক্সটকে নতুন করে পাঠ করলাম আমরা। এঁরা কিন্তু খুব স্পষ্ট আর সচেতন ভাবেই এড়িয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনের শৈলী ও সজ্জা, কিন্তু কোথাও সরে গেলেন না রবীন্দ্রনাথের থেকে, বরং শান্তিনিকেতনের প্রযোজনাগুলির পৌনঃপুনিকতার বাইরে আমরা নতুন পাঠ ও ব্যাখ্যান পেতে শুরু করলাম টেক্সট-এর, এমনকি নৃত্যেরও। বিশ্বভারতী সম্প্রতি “রবীন্দ্রনৃত্য” শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ও পাঠক্রম চালু করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় নৃত্যনাট্য প্রযোজনার সময় নানা দেশের নানা শৈলীর নাচকে স্বাগত জানিয়েছেন। শেষ বয়সের এই নতুন সাধনায় রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিয়েছিলেন এক বহমান ধারার, যে ধারায় নানা নদীর নানা স্রোত এসে মিশতে পারে। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পরবর্তী সময়কালে আমরা লক্ষ করেছি বিশ্বভারতীর পড়ুয়া হিসাবে এসে কেউ কেউ যেমন রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে নিজের পরিসরে নিজের ব্যাখ্যানে নাচ তৈরি করেছেন, তেমনই বাইরে থেকে শাস্ত্রীয় নাচ শিখে এবং শান্তিনিকেতনের বাইরে সেই নাচকে আশ্রয় করে খুবই আগ্রহ-জাগানো রবীন্দ্র- নৃত্যনাট্য তৈরি করে, উত্তরকালে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতাসূত্রে এসে কেউ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে প্রচলিত “রবীন্দ্রনৃত্য” শব্দটিকে এক নতুনতর মার্জিত আকার। সেই নতুন ধাঁচের প্রযোজনা কিন্তু তৈরি হয়েছে শিল্পীর একক উদ্যোগে, বিশ্বভারতীর বাইরে। অধুনা প্রাচীর-ঘেরা যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের চিরকালের শঙ্কার একমাত্রিক জাতীয়তাবাদের মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে শঙ্কা হয় যে শেষে বিশ্বভারতীর সইসাবুদ করা নাচটিই কেবল “রবীন্দ্রনৃত্য” নামে একক ও অদ্বিতীয় বয়ান হয়ে উঠবে কি না, আমাদের নৃত্যরচনার নানা ছন্দ বিশ্বনাচের কেন্দ্র থেকে সরে যাবে কি না।

কল্পনাকথার পরম্পরা

রামায়ণ-নির্ভর ছবি আদিপুরুষ মুক্তি পেল সদ্য। “জয় শ্রীরাম” ধ্বনির প্রাবল্য, প্রেক্ষাগৃহে হনুমানের জন্য আসনের ঘোষণাও শোনা গেছে রামভক্তদের হৃদয় জয়ের আশায়। আজকের ভারতে রামায়ণ নিয়ে অতিসংবেদনশীলতা অচেনা নয়। অথচ, এফ ই পার্জিটার ইতিহাস-পুরাণ পরম্পরার আলোচনায় মহাভারত বা পুরাণগুলির মতো গুরুত্ব রামায়ণকে দেননি।

রামায়ণও নিজেকে মহাভারতের মতো “ইতিহাস” বলে দাবি করেনি। সংস্কৃত পরম্পরায় তার প্রধান পরিচয় “আদিকাব্য”।

রামায়ণের শুরুতেই নারদের কাছে বহু গুণের এক বিস্তারিত তালিকা দিয়ে বাল্মীকি জানতে চান সে রকম মানুষের নাম। নারদ জানান, এত গুণের সমাহার দেবতাদেরও নেই, তবে রামের কথা লোকমুখে শোনা যায় (জনৈঃ শ্রুতঃ)। বাল্মীকিকে তিনি শোনান রামের কাহিনি। এর পর এক জোড়া মিলনরত ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর একটির নিষাদের হাতে মৃত্যু এবং অন্যটির কাতরতায় বিচলিত বাল্মীকি নিষাদকে অভিশাপ দেন ছন্দোবদ্ধ পদে। নিজ কবিপ্রতিভা উপলব্ধি করে রচনা করেন রামায়ণ, যা বাদ্যযন্ত্র-সহ পরিবেশন করেন তাঁর শিষ্যরা।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর সংজ্ঞায় কবিতা যেমন শক্তিশালী আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, বাল্মীকির শোকের অভিঘাতে সৃষ্ট রামায়ণ তেমনই মিলন-বিচ্ছেদের এক করুণরসের কাব্য। এর নায়ক এক আদর্শ মানুষ, যিনি দেবদুর্লভ গুণাবলিসম্পন্ন, দেবতা নন। তাঁর কাহিনি বাল্মীকির উদ্ভাবন নয়, লোকমুখে প্রচলিত। বাল্মীকি রচিত কাব্যও প্রচারিত হয়েছে মৌখিক ভাবে, কলাকুশলীদের মাধ্যমে। এই পরিবেশকদের নাম যেমন কুশ ও লব, “কুশীলব” তেমন প্রাচীন ভারতের কলাকুশলী-চারণকবিদের একটি গোষ্ঠীও। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র জানায়, যথেষ্ট আয় করতে না পারলে ডাকাতিতে লিপ্ত হওয়ার দুর্নাম ছিল নিম্নবর্গীয় কুশীলবদের। মধ্যযুগের সাহিত্যে বাল্মীকি প্রথম জীবনে ডাকাত ছিলেন বলে যে কাহিনি চালু, তার উৎস কি কুশীলব পরিচয়?

বাল্মীকি রামায়ণে সাতটি কাণ্ড। অনেক পণ্ডিতের মতে “অযোধ্যাকাণ্ড” থেকে “যুদ্ধকাণ্ড” প্রাচীনতম অংশ। এই আখ্যানের উদ্ভব সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে। কোশল-বিদেহ অঞ্চল তখন উত্তর ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। “বালকাণ্ড”-এর পৌরাণিক কাহিনি ও “উত্তরকাণ্ড” সংযোজিত হয়েছে পরে, যখন চারণকবিদের মৌখিক কাব্য লিখিত রূপ পেয়েছে ব্রাহ্মণদের হাতে। মৌর্য-পরবর্তী যুগে রচিত মনুস্মৃতি ও মহাভারতের ব্রাহ্মণায়িত শান্তিপর্বে যে “রাজধর্ম”-এর পরিচয় পাওয়া যায়, তারই মূর্ত রূপ যেন উত্তরকাণ্ডের “রামরাজ্য”। পাশাপাশি রাম হয়ে উঠেছেন বিষ্ণুর অবতার।

রামায়ণের গোড়ায় নারদের সংক্ষিপ্তসারেও “অযোধ্যাকাণ্ড” থেকে “যুদ্ধকাণ্ড” অবধি কাহিনিই বর্ণিত। মিলনে বিচ্ছেদ আনা নিষাদকে কবির অভিশাপ দিয়ে যে কাব্য শুরু, তা রাবণের মৃত্যু ও রাম-সীতার পুনর্মিলনে শেষ হওয়াই স্বাভাবিক। রামের সীতাকে পরিত্যাগ এবং সীতার পাতালপ্রবেশ এর মেজাজের সঙ্গে বেমানান। তা ছাড়া যে বাল্মীকি নারদের মুখ থেকে রামের কথা শুনেছিলেন, উত্তরকাণ্ডে তাঁর রামের পরিচিত ও সীতার আশ্রয়দাতা হিসাবে আবির্ভাবও অসঙ্গতিপূর্ণ। রামায়ণের কাহিনিকাঠামো বাঁধা রূপকথার ছকে: দুয়োরানির ছেলে সুয়োরানির ষড়যন্ত্রে বনে নির্বাসিত, রাক্ষসপুরীতে বন্দিনি রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজ্যে ফেরেন। রাজ্য ও রাজকন্যা লাভেই গল্পের পরিণতি। ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটকে “উত্তরকাণ্ড”-এর বিসদৃশতা তুলে ধরে লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে বাল্মীকিকেই প্রশ্ন করেছেন, এই কি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য? বাল্মীকিও অসঙ্গতি শুধরে রাম-সীতার মিলন ঘটান সেখানে। রবীন্দ্রনাথের “সাহিত্যের মাত্রা” ও “কাদম্বরীচিত্র” প্রবন্ধের মতেও, সামাজিক প্রয়োজনে উত্তরকাণ্ডের “জোড়াতালি দেওয়া” রামায়ণের সাহিত্যগুণকে নষ্টই করেছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ রামকথা দশরথ জাতক, মহাভারতে বর্ণিত “রামোপাখ্যান”, ভাস-এর (আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) প্রতিমানাটক ও অভিষেকনাটক কোথাও নেই উত্তরকাণ্ডের কাহিনি। মৌর্য-পরবর্তী যুগে রচিত জৈন বিমলসূরির পউমচরিঅ-তে রামরাজ্য ও সীতাবিসর্জনের কাহিনি থাকলেও পরিণতি আলাদা। কালিদাসের রঘুবংশ-তে (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক) অবশ্য উত্তরকাণ্ডের কাহিনি উপস্থিত। রামায়ণের ব্রাহ্মণায়ন ও উত্তরকাণ্ডের সংযোজন সম্ভবত মৌর্য-পরবর্তী যুগের ঘটনা। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে রূপ পেয়েছিল “সাতকাণ্ড রামায়ণ”। রবার্ট গোল্ডম্যান, স্যালি গোল্ডম্যান, জন ব্রকিংটন-এর মতে বাল্মীকি রামায়ণ-ই রামকথার কেন্দ্রীয় গ্রন্থ। অন্য দিকে এ কে রামানুজন দেখান, তিনশো রকম রামকথা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ রামকথাকে চেনে এই বিভিন্ন রূপে। তবে পলা রিচম্যান “বহু রামায়ণ” তত্ত্বের সমর্থক হয়েও স্বীকার করেন, সব রামকথার প্রভাব সমান নয়। বাল্মীকির রামায়ণ, তামিলে কম্পন-এর ইরামাবতারম, অওয়ধিতে রচিত তুলসীদাসের রামচরিতমানস ও হিন্দিতে নির্মিত রামানন্দ সাগরের সিরিয়ালের প্রভাব সর্বাধিক। এদের গুরুত্ব জনপ্রিয়তায়, ঐতিহাসিকতায় নয়। ১৯৭৫-৭৬”এ ব্রজবাসী লালের রামায়ণ প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীন রামায়ণ কাহিনির সপক্ষে কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পায়নি। অযোধ্যার প্রত্নতত্ত্বে মধ্যযুগের মসজিদের নীচে মন্দিরের অস্তিত্ব নিয়ে তরজাই মুখ্য। কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কার ঐতিহাসিকতা আরও অনিশ্চিত। বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করেই বানর-দল যে ভাবে সমুদ্রতীরে পৌঁছয়, তাতে দাক্ষিণাত্যের ভূগোল সম্পর্কে বাল্মীকির অস্পষ্টতাই ধরা পড়ে। লঙ্কা সম্ভবত কবিকল্পনার ফসল।

রোমিলা থাপর অবশ্য দেখিয়েছেন, রামকথা ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর না হলেও ইতিহাস-সচেতন। রাম যেন “আদর্শ” চরিত্রের ঐতিহাসিক প্রতীক। এই আদর্শ বদলেছে প্রত্যেক পরম্পরার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বদলে। দশরথ জাতক এর প্রেক্ষাপট পরিবারকেন্দ্রিক কৌমজীবন। বড় রানির সন্তানদের ছোট রানি বিষ খাইয়ে হত্যা করতে চাইলে অসহায় রাজা দশরথ বনে পালাতে বলেন তাঁর তিন সন্তান রামপণ্ডিত, লক্ষ্মণ পণ্ডিত ও সীতাকে। বৌদ্ধ গণসঙ্ঘগুলির সৃষ্টিকাহিনির মতোই ভাই-বোনের বিবাহ এখানে স্বীকৃত। রাম এখানে শোকে অবিচলিত আদর্শ বোধিসত্ত্ব। বাল্মীকি রামায়ণে আবার কোশল-বিদেহে সংগঠিত কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। দশরথ, জনকের রাজত্বে রয়েছে কৃষিসভ্যতা, বেতনভুক প্রশাসন, স্থায়ী সেনা। দক্ষিণের আরণ্যক কৌমভিত্তিক গোষ্ঠীপতি রাবণের সহযোগী অবশ্য আত্মীয়রাই; ধর্মাচরণ, খাদ্যাভ্যাস, যৌনতার ক্ষেত্রে সুসংহত রাষ্ট্রীয় সমাজের নিয়ম না মানা অরণ্যবাসীরা এখানে মনুষ্যেতর বানর বা রাক্ষস। নির্বাসিত রাম অরণ্যের বিপদসঙ্কুল জগতে রাক্ষস মেরে নিরাপত্তা দেন ঋষিদের, যৌন স্বেচ্ছাচারের শাস্তি দেন শূর্পণখা ও বালীকে, রাক্ষস ও বানর সিংহাসনে বসান বশংবদ বিভীষণ ও সুগ্রীবকে। যুদ্ধনীতি ভেঙে বালীকে হত্যা করে দাবি করেন, বালীর আপাত-স্বাধীন অরণ্যরাজ্যেও তিনি দণ্ডবিধানের অধিকারী। উত্তরকাণ্ডে রাম মনু-কথিত রাজধর্মের প্রতিভূ, বর্ণাশ্রম-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যে শূদ্র শম্বুকের ধর্মাচরণের ফল হয় মৃত্যুদণ্ড। সতীত্ব নিয়ে বিশুদ্ধবাদিতা মেনে সীতাকে নির্বাসন দেন রাম।

মৌর্য-পরবর্তী যুগে দাক্ষিণাত্যেও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রসার ঘটে। কলিঙ্গরাজ খারবেলের মতো রাজা হয়ে ওঠেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বাল্মীকি রামায়ণ-এর রাক্ষস-বানরদের চিত্রায়ণ জৈনদের পক্ষে মেনে নেওয়া ছিল কষ্টসাধ্য। বিমলসূরি জানান, রামের প্রকৃত বৃত্তান্ত হারিয়ে গেছে “মূর্খ কুকবি”র রচনায়, যেখানে রাবণের দশটি মাথা, কুম্ভকর্ণ ছ'মাস ঘুমোন, বানরেরা যুদ্ধ করে। অলৌকিকতাবর্জিত পউমচরিঅ-তে রাবণের জন্ম মেঘবাহন বংশে (যে বংশে জন্ম খারবেলেরও!)। রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব সেখানে দুই মর্যাদাবান রাজপুরুষের দ্বন্দ্ব। আদর্শ জৈন রাম অহিংস। লক্ষ্মণের হাতে হয় রাবণবধ।

ভবভূতির প্রেমিক রাম, প্রেমে প্রতারিত চন্দ্রাবতীর বয়ানে এক নিষ্ঠুর, অসংবেদনশীল পুরুষ। তুলসীদাসের রাম হিন্দি বলয়ের সর্বোচ্চ ঈশ্বর, আবার কৃত্তিবাসের রাম প্রবর্তক বাঙালির শারদীয়া দুর্গোৎসবের। ইন্দোনেশিয়া, তাইল্যান্ডে তো বটেই, রাম আদর্শ রাজা মালয়েশিয়ার ইসলামি রামকথা হিকায়ত সেরী রাম-এও। একরৈখিক ঐতিহাসিকতার জায়গা কোথায় এই বহুমুখী সাহিত্য পরম্পরায়? বাল্মীকি রামায়ণের প্রারম্ভের ভাবানুবাদ রবীন্দ্রনাথের “ ভাষা ও ছন্দ” কবিতায়, নারদের কাছে শোনা রামকথাকে কাব্যরূপ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত বাল্মীকি প্রশ্ন তোলেন, শোনা কথার ভিত্তিতে “ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে”? নারদ স্মরণ করান সাহিত্যের সত্য: “সেই সত্য যা রচিবে তুমি,/ ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি/ রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।” বাবরি মসজিদ ধ্বংসের তিন দশক পরে, অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দিরের উদ্বোধন আসন্ন। আমরা কি মনে রেখেছি বাল্মীকির মনোভূমির রামকে, যিনি সত্য রক্ষার্থে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন অযোধ্যার অধিকার?

বাল্মীকি রামায়ণে সাতটি কাণ্ড। অনেক পণ্ডিতের মতে “অযোধ্যাকাণ্ড” থেকে “যুদ্ধকাণ্ড” প্রাচীনতম অংশ। এই আখ্যানের উদ্ভব সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে। কোশল-বিদেহ অঞ্চল তখন উত্তর ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের সঙ্গে রুপিতে লেনদেনের যুগে বাংলাদেশ

নির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১১।। ভারতের সঙ্গে রুপিতে বাণিজ্যের যুগে প্রবেশ করলো বাংলাদেশ। রাজধানী ঢাকার লা মেরিডিয়ান হোটেলে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও ভারতের কর্মকর্তারা রুপিতে বাণিজ্য শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে প্রতিবেশী দুই দেশ এই উদ্যোগ নিলো।

মঙ্গলবার এই লেনদেনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তামিম অ্যাগ্রো ও ব্যবসায়ী শাহজাহান মিয়াকে এলসি দেওয়া হয়। পরে বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক এবং ভারতের স্টেট ব্যাংক ও আইসিআইসিআই ব্যাংক আমদানি ও রফতানিকারকদের হাতে এই এলসি তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। আব্দুর রউফ তালুকদার বলেন, ভারত বাংলাদেশের অন্যতম বড় বাণিজ্য অংশীদার। বাংলাদেশ সেখান থেকে বছরে ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে। আর ভারতে রফতানি করে ২০০ কোটি ডলারের পণ্য। দীর্ঘদিন ধরেই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এই আলোচনা চলছিল। ব্যবসায়ীরাও এর দাবি করে আসছেন অনেক দিন ধরে। এবার তা বাস্তব রূপ পেলো। এখন ডলারের পাশাপাশি রুপিতেও বাণিজ্য হবে। তিনি বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারত ভ্রমণের সুবিধার্থে আগামী সেপ্টেম্বরে 'টাকা-রুপি কার্ড' চালুর সম্ভাবনার কথা জানান। এই কার্ড দিয়ে দেশে ও প্রতিবেশী ভারতে বিল পরিশোধ করা যাবে।

ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, আজ থেকে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন সুবিধা চালু হলো। তার আশা, এই পদ্ধতি থেকে উভয় দেশই লাভবান হবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফজাল করিম, ইস্টার্ন ব্যাংকের এমডি আলি রেজা ইফতেখার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মো. সলিমুল্লাহ, বিডার চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিঞা, বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ, এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, ভারত-বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি আব্দুল মাতলুব আহমেদ ও বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান। উদ্বোধনী এই অনুষ্ঠান যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশন। বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক এবং ভারতের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ও আইসিআইসিআই ব্যাংক উভয় দেশের মধ্যে রুপিতে বাণিজ্য করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই উদ্যোগ দেশের আমদানিকারকদের কিছুটা স্বস্তি দেবে। তারা প্রতিবেশী দেশ থেকে পণ্য কিনতে রুপিতে এলসি খুলতে পারবেন। ফলে ডলারের ব্যবহার কিছুটা কমবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে সোনালী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক ও ভারতের স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে (এসবিআই) প্রতিবেশী দেশটিতে তাদের অংশীদারদের সঙ্গে নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট (এমন অ্যাকাউন্টে যেকোনও ব্যাংক অন্য ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ জমা রাখে) খোলার অনুমতি দিয়েছে।

লেভেল ক্রসিংয়ে ত্রুটি, দমদমে ট্রেন চলাচলে ব্যাপক দেরি

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : লেভেল ক্রসিংয়ে যান্ত্রিক ত্রুটি। ব্যাপক সমস্যা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। বুধবার শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ, বসিরহাট শাখায় অত্যন্ত বিলম্বিত হল ট্রেন চলাচল।

বুধবার সকাল ১০টা থেকে এই সমস্যা শুরু হয়েছে। দুপুর গড়িয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। অফিসের ব্যস্ত সময়ে এত দেরিতে ট্রেন চলায় খুব সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে।

বুধবার সকাল প্রায় ১০টায় দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে লেভেল ক্রসিংটি খারাপ হয়ে যায়। যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে রেলকর্মীদের হাতে কাজ করতে হয়। যার জেরে কাজে অত্যন্ত দেরি হয়। ট্রেন চলাচল কার‍্যত থমকে যায়। বিভিন্ন স্টেশনে একের পর এক ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে।

শিয়ালদহ-বনগাঁ, শিয়ালদহ-বসিরহাট শাখার আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। নিত্যযাত্রীরা সময়মতো ট্রেন না পেয়ে অসুবিধায় পড়েন। যন্ত্রের বদলে হাতে লেভেল ক্রসিংয়ের কাজ করায় রেলকর্মীরাও আচমকা সমস্যার মধ্যে পড়েন।

শুধু ট্রেন চলাচল নয়, এভাবে লেভেল ক্রসিং খোলা-বন্ধ করায় রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচলেও সমস্যা হয়। যানজটে আটকে পড়ে বহু গাড়ি। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, সমস্যার দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। তবে লেভেল ক্রসিংয়ে যান্ত্রিক ত্রুটি সারানো সময়সাপেক্ষ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য, শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় দমদম ক্যান্টনমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। সেখানে যান্ত্রিক ত্রুটি হলে একাধিক দিক থেকে যাতায়াতে সমস্যা হওয়াই স্বাভাবিক।

হেরেও হারতে রাজি নন বিজেপি-র একমাত্র বৃহন্নলা প্রার্থী পিঙ্কি

কোচবিহার, ১২ জুলাই (হি. স.) : রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ আচমকা। জেলা পরিষদের আসনে দাঁড়িয়ে জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিতও ছিলেন। কিন্তু ফল হল আরও হতাশাব্যঞ্জক। প্রায় আট হাজার ভোটে তিনি হেরে গিয়েছেন।

তিনি অর্থাৎ পিঙ্কি বর্মণ। কোচবিহার তথা বাংলার সমস্ত জেলা পরিষদের আসন মিলিয়ে বিজেপির একমাত্র বৃহন্নলা প্রার্থী। সমাজসেবামূলক কাজের জন্য মাথাভাঙ্গার মানুষ তাঁকে একডাকে চেনেন। পিঙ্কির দাবি, তাঁর নিজের লোকেদের (তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ) অনেকেই তাঁকে সমর্থন করেননি। বাকি ভোট 'জবরদস্তি' করে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সে জন্যই হেরে গিয়েছেন।

যদিও ভোটে হেরে গিয়ে বিজেপি ছাড়তে বা অন্য কিছু ভাবতে রাজি নন পিঙ্কি। বুধবার সংবাদমাধ্যমকে স্পষ্ট জানালেন, তৃতীয় লিঙ্গের জন্য তাঁর লড়াই চলবে। পাশাপাশি, এখন তাঁর লক্ষ্য ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন।

এ বারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহার জেলা পরিষদের ৯ নম্বর আসনে বিজেপি থেকে দাঁড়িয়েছিলেন পিঙ্কি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তাঁর নামের পাশে লিঙ্গপরিচয়ে 'অন্যান্য' লেখা। এই 'অন্যান্য' প্রার্থীকে নিয়ে গেরুয়া শিবিরের ভরসা ছিল যথেষ্ট।

পিঙ্কি নিজেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তিনি জিতবেন। গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারে ভাল ফল করেছিল বিজেপি। যদিও ফলপ্রকাশের পর দেখা গেল, জেলা পরিষদের ৩৪টি আসনের মধ্যে ৩২টিতেই হেরেছে বিজেপি। জয় এসেছে মাত্র দু'টি আসনে। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির ফলাফলেও মুখ থুবড়ে পড়েছে গেরুয়া শিবির। পঞ্চায়েত সমিতির ৩৮৩টি আসনের মধ্যে ৩০১টিতে তৃণমূল জিতেছে। বিজেপি জিতেছে ৮১টি আসনে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ২,৫০৭টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ১,৮৩৪টি আসন। অর্থাৎ, কোচবিহারের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে শাসক তৃণমূলেরই রমরমা।

যদিও ভোটে হেরে একটুও দমতে রাজি নন পিঙ্কি। তিনি এখন থেকেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেবেন বলেও জানিয়েছেন। পিঙ্কির কথায়, "তৃতীয় লিঙ্গের জন্য আমার লড়াই চলবে। পাশাপাশি, আমি ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে প্রার্থী হব না। দলের জন্য কাজ করব। দলকে বাদ দেব না।"

কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে মাথাভাঙার অশোকবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা পিঙ্কি। জন্মের পরেই মাকে হারান। পিঙ্কির বাবা হন্যানারায়ণ বর্মণ ছিলেন কৃষক। মাকে হারানোর পরে দিদিদের কাছে মানুষ হন। পিঙ্কির বয়স যখন ১০ বছর, হঠাৎ একদিন অনুভব করেন আর পাঁচটা মেয়ের মতো নন তিনি। নিজের শারীরিক গঠন দিয়ে বুঝতে শেখেন নিজেই। লিঙ্গপরিচয়ের জন্য লেখাপড়ার সুযোগও পাননি। বৃহন্নলার জীবন নিয়ে কিছুটা ভবঘুরে হয়ে যান। এখন অবশ্য নিজের গ্রামেই রয়েছেন। পিঙ্কির কথায়, "যা শিখেছি, সবটাই জীবনের অভিজ্ঞতা। আমার পরিচয় জানার পরে সমাজও আমায় ভাল চোখে দেখেনি। অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে।" সমাজের 'বঞ্চনা' সহ্য করলেও পিঙ্কি বদলা চাননি। তিনি বদল চান। যেন গুনের পাহাড়। 'মনসা গানের' গায়িকা হিসাবে ওই এলাকায় সুনাম আছে তাঁর। নাচেও তিনি সমান দক্ষ। তবে উপার্জনের টাকা শুধু নিজের জন্য খরচ করেন না পিঙ্কি। অনাথ বৃহন্নলাদের জন্য একটি আশ্রম তৈরি করেছেন। নাম: 'জীবনগাড়ি ফেরিওয়ালা'। বৈরাগীর হাট এলাকায় ওই আশ্রমের মধ্যে এখন বয়স্কদেরও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন পিঙ্কি। পিঙ্কির কথায় "মা-বাবাদের জন্যই এই আশ্রম।" তাঁর মতো মানুষকে নিয়ে এই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চেয়েছেন। পিঙ্কি জানাচ্ছেন, এই বদল একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে হতে হবে। তবেই অন্য ভাবে দেখতে শিখবে সমাজ। তিনি এ-ও বুঝেছেন, খুব বড় কিছু করতে গেলে রাজনৈতিক পরিচয় বেশ কাজে দেয়। সেই কারণেই তাঁর রাজনীতিতে আসা। অতঃপর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ।

নদিয়ায় পুকুরে উদ্ধার বোমা ভর্তি ব্যাগ

নদীয়া, ১২ জুলাই (হি.স.) : নদীয়া জেলার ছাপরা থানার অন্তর্গত শিকরা স্কুল এলাকায় একটি পুকুরে স্নান করার সময় স্থানীয় এক মহিলা বোমা ভর্তি ব্যাগ দেখতে পায়। বুধবার সকালে বোমা উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই মহিলা যখন পুকুরে স্নান করছিলেন, তখন তিনি জলে একটি ব্যাগ দেখতে পান। ওই ব্যাগের ভিতরে পাঁচটি সুটলি বোমা ছিল। ঘটনার খবর এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলো উদ্ধার করে তদন্তে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের দিন এলাকায় প্রচুর বোমা উদ্ধার হয়।

রাস্তায় পড়ে ভোট দেওয়া, হাইকোর্টে সই করা ব্যালট, সমন অফিসারকে

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণনাকেন্দ্রের বাইরে পড়ে ছিল ব্যালট পেপার। তাও আবার ভোটদাতাদের ভোট দেওয়া, প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর করা। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনাকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় চাঞ্চল্যকর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। জয়ী সমস্ত প্রার্থীর ভাগ্য নির্ভর করবে মামলার ভবিষ্যতের উপর। অর্থাৎ গণনাপর্ব মেটার পরও গোটা ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটল না। কীভাবে প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর করা ব্যালট পেপার রাস্তায় পাওয়া গেল, প্রশ্ন তুলেছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বৃহস্পতিবার প্রিসাইডিং অফিসার অর্থাৎ বিডিওকে এজলাসে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। হুগলির জঙ্গিপারা ডিএন হাই স্কুল সংলগ্ন রাস্তার ধার থেকে কয়েকশো ব্যালট পেপার পাওয়া গিয়েছে। সবক'টিতেই ভোট পড়েছিল সিপিএমের পক্ষে। প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরও ছিল সব ক'টি ব্যালট পেপারে। বুধবার সেইসমস্ত ব্যালট পেপার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে জমা করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, বৃহস্পতিবার বেলা দু'টোয় স্থানীয় বিডিওকে হাজির হতে হবে আদালতে। পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই প্রথমবার কোনও প্রিসাইডিং অফিসারকে তলব করল আদালত। বিচারপতি জানিয়েছেন, কী করে ব্যালট পেপার রাস্তায় পাওয়া গেল তা জানাতে হবে। যে স্কুলে এই ভোট হয়েছে সেখানে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, দিতে হবে তাঁদের নামের তালিকাও। আদালতে আনতে হবে কাউন্টিং সেন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ ও ভিডিও ফুটেজও। সব মিলিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট করেছে আদালত। কমিশন যাঁদের জয়ী ঘোষণা করেছেন, তাঁদের জয় মামলার প্রেক্ষিতে আদালতের রায়ের পরেই চূড়ান্ত হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২০ জুলাই।

ধানবাদে আরএসএস কর্মীকে গুলি করে হত্যা

ধানবাদ, ১২ জুলাই (হি.স.) : ধানবাদের পূর্ব টুন্ডি থানা এলাকার ডুমা কবরস্থানের কাছে আরএসএস কর্মী ও গ্রাম রক্ষা দলের সদস্য শঙ্কর প্রসাদকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে। ডুমা গ্রামের বাসিন্দা শঙ্কর প্রসাদ গত তিন দশক ধরে সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ধানবাদ জেলা বনবাসী কল্যাণ কেন্দ্রের জেলা কার্যপ্রধান ছিলেন। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

সাংবাদিক উৎপল বরাকে নিগ্রহের ঘটনায় উদ্বিগ্ন জুয়া ও বিইউএসএস, দোষীদের শাস্তির দাবি

গুয়াহাটি, ১২ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটির অন্যতম প্রথমসারির নিউজ চ্যানেল প্রাগ নিউজ-এর আপার আসামের বুরো চিফ উৎপল বরাকে গত সোমবার যোরহাটে সংবাদ প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়েৰ সামনে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রমণের ঘটনায় জার্নালিস্ট ইউনিয়ন অব আসাম (জুয়া) এবং বরাক উপত্যকা সাংবাদিক সংস্থা (বিইউএসএস)-র সভাপতি হারাণ দে তীব্র নিন্দা করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জুয়া-র সভানেত্রী সামিম সুলতানা আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক ধনজিৎকুমার দাস এক যৌথ বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তাঁরা অসমে যেভাবে একের পর এক সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, তা রোধ করতে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

বরাক উপত্যকা সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি হারাণ দেও বিবৃতিতে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনিও রাজ্যে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দিতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

চিতার মৃত্যু নিয়ে শুরু বাকযুদ্ধ!

ভোপাল, ১২ জুলাই (হি.স.) : ফের একটি চিতার মৃত্যু হয়েছে মধ্যপ্রদেশের কুনো ন্যাশনাল পার্কে। মৃত চিতাটির নাম রাখা হয়েছিল তেজস। এই চিতার মৃত্যু নিয়ে বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে মধ্যপ্রদেশে। বুধবার মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা কমলনাথ বলেছেন, 'বিজেপি সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে সব চিতা মারা যাবে। মহিলা হোক, চিতা হোক অথবা আদিবাসী হোক, মধ্যপ্রদেশে কেউই নিরাপদ নয়।' এদিকে, চিতার মৃত্যু প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের বনমন্ত্রী ডঃ কুনওয়ার বিজয় শাহ বলেছেন, 'আমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি এবং

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সীতা প্রয়াত, শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন মোদীর

কাঠমাণ্ডু ও নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.) : প্রয়াত হয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল-এর স্ত্রী সীতা দাহাল। বুধবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সীতাদেবী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। সীতা দাহাল, যিনি কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের উপদেষ্টাও, বুধবার সকালে থাপাথালির নরভিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

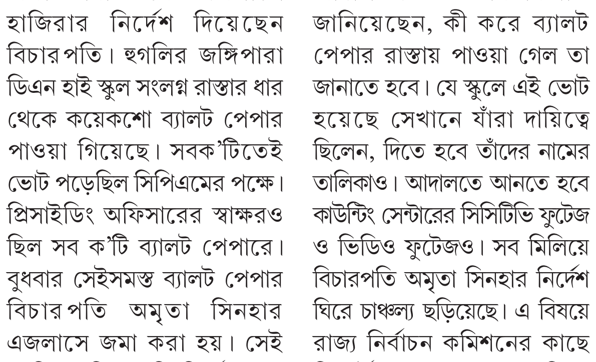

দীর্ঘদিন ধরে পারকিনসনিজম, ডায়াবেটিস মেলিটাস-২ এবং হাইপারটেনশন-সহ প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পালসিতে ভুগছিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সীতাদেবী। বুধবার সকালে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ যুবরাজ শর্মা জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হন সীতা দাহাল। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি, সকাল ৮.৩৩ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার দুপুরে এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'শ্রীমতি সীতা দাহালের মৃত্যুতে দুঃখিত। আমি প্রধানমন্ত্রীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করচি। ওম শান্তি।'

নওশাদের হাইকোর্ট স্বস্তি, বিধায়ককে রক্ষাকবচ আদালতের

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে ধর্ষণের মামলা। সেই মামলায় আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আইএসএফ বিধায়ক। সেই মামলাতেই বুধবার নওশাদকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার শুনানির পর এই নির্দেশ বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাসের ডিভিশন বেঞ্চের।

সূত্রের খবর, এই মামলায় আপাতত ১৮ জুলাই পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলে বুধবার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তাঁকে এখন গ্রেফতারও করা যাবে না। বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাস ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। নওশাদকে আপাতত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ আছে নওশাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে। যদিও তাঁর তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হয়েছে।

রাঁচির ধুরভা থানার পুলিশ ব্যারাকে আগুন

রাঁচি, ১২ জুলাই (হি.স.) : রাঁচির ধুরভা থানা চত্বরে পুলিশ ব্যারাকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। প্রাথমিক অবস্থায় পুলিশ সদস্যরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। পরে বিষয়টি দমকলে জানানো হয়।

দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে জানা গেছে। ব্যারাকে ডিজেল রাখা ছিল। এই কারণে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। রুম হিটারও চালু অবস্থায় ছিল। আগুনে পুলিশের ইউনিফর্ম, মোবাইল ও কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ডিএসপি রাজা কুমার মিত্র জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

মমতার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি আবারও পরীক্ষার মুখে : রবিশঙ্কর প্রসাদ

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স.): পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা ও হানাহানির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তীব্র নিন্দা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। বুধবার সল্টলেকের বিজেপি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'মমতাজির রাজনীতি বাম দলগুলির রাজনীতির তুলনায় কুৎসিত হয়ে উঠেছে।'

মমতাকে প্রশ্ন করে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'আপনার রাজনীতি কীভাবে এত নৃশংসতায় ভরপুর হয়ে গেল? আমরা একটি উত্তর চাইছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নির্বাচনের সময় আদালতকেই কী হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশে বিজেপি ক্লিন সুইপ করেছিল, অথচ রাজ্য জুড়ে হিংসার ঘটনা ঘটেনি। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কেন এমন হল?

গতকালও ভোট গণনার সময় কেউ নিহত হয়েছেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের তৃণমূলে যোগ দিতে বলা হচ্ছে, অন্যথায় তাদের শংসাপত্র দেওয়া হবে না। মমতাজি, আপনি বাংলার গণতন্ত্রকে লজ্জিত করছেন। মমতাজি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি মিডিয়ার মুখোমুখি হওয়ার এবং এই জয়ে আপনার আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার অবস্থানে নেই কেন?'

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক হানাহানি, হিংসা, রক্তপাতের সাক্ষী থেকেছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা-কর্মীর। হিংসা এখনও থামেনি। এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় এসেছে বিজেপির তথ্যানুসন্ধান দল। এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। দিল্লি থেকে বুধবারই কলকাতায় এসে পৌঁছেছে বিজেপির তথ্যানুসন্ধান দল। তাঁরা যাবেন হিংসা কবলিত এলাকায়।

তার আগে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, 'আমি আশা করছি, মমতাজি পশ্চিমবঙ্গের হিংসা-প্রবণ এলাকা পরিদর্শন করার অনুমতি দেবেন। মমতাজি, আপনার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি আবারও পরীক্ষার মুখে।'

শেষ পর্যন্ত শিঁকে ছিড়ল অনন্ত মহারাজের ভাগ্যেই

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি. স.) : নিশ্চিত আসন মাত্র একটি। তার জন্য গত ক'দিন ধরে বেশ ক'টি সুপরিচিত নাম ভাসছিল হাওয়ায়। কলমচিরা যে যাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তা প্রচারও করছিলেন। অবশেষে রাজবংশীদের মধ্যে প্রভাবশালী কোচবিহারের নেতা অনন্ত মহারাজকেই রাজ্যসভার প্রার্থী করল বিজেপি। বুধবার বিজেপির তরফে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে এই খবর জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার অনন্তের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সেই সাক্ষাতের পর অনন্তবাবু নিজেও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দেন। তিনি রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন কি না জানতে চাওয়া হলে অনন্তবাবু বলেছিলেন, "আমার কাছে উনি (কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ) একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। আমি তাতে সম্মতি দিয়েছি।" মঙ্গলবার ওই সাক্ষাৎ পর্ব হয়। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বুধবার দুপুরে নিজেদের রাজ্যসভা প্রার্থী হিসাবে অনন্তের নাম ঘোষণা করে বিজেপি।

বিজেপির একাংশ সূত্রের খবর, অনন্তের সঙ্গে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে অনেক দিন ধরেই আলোচনা চলছিল পদ্মশিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বের। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ফোনে দু'বার কথা হয় অনন্তের। তাঁকে রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী করার বিষয়টি চূড়ান্ত করেন অমিতই। বিজেপি সূত্রে এ-ও জানা গিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথও প্রার্থী হিসেবে চেয়েছিলেন অনন্তকেই। এ ব্যাপারে বুধবার অনন্ত মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আমি খুশি। যথাসময়ে মনোনয়নপত্র জমা দেব।" তবে সূত্রের খবর, বুধবারই কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তার আগেই কলকাতায় এসে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন তিনি।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বাড়িতে রাঁধলেও পনিরের স্বাদ হবে রেস্তরাঁর মতো

বাড়িতে নিরামিষ কিছু রাঁধতে হলে সাধারণত পনিরের কথাই মাথায় আসে। পনির রাঁধলে সঙ্গে আর বেশি পদ না বানালেও চলে। একটা ভাজা কিংবা কিছু সেদ্ধ দিয়ে দিলেই মোটামুটি দুপুরের খাওয়াটা হয়ে যায়। কিন্তু বাড়িতে পনির হয়েছে শুনেই আবার অনেকের মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। পনিরের নিজস্ব কোনও স্বাদ নেই।

তবে ভাল করে রান্না করলে খেতে মন্দ লাগে না। কিন্তু পনিরের কোনও পদ সুস্বাদু করে তোলা সহজ নয়। মাছ, মাংস রেঁধে প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেও পনির রান্নায় ডাহা ফেল করেন এমন অনেকেই রয়েছে। তবে পনির রান্নার সময় তিনটি বিষয় মাথায় রাখলেই স্বাদ মুখে লেগে থাকবে আজীবন।

ম্যারিনেট করুন কাঁচা পনিরে নুন, হলুদ মাখিয়েই সাধারণত রান্না করা হয়। তাতে স্বাদও গড়পড়তা হয়। মাংসের মতো পনিরও রান্নার আগে ম্যারিনেট করে রাখুন। দই, বিভিন্ন রকম সস, মশলা দিয়ে পনিরের টুকরোগুলি ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। রান্নার অন্তত ঘণ্টা খানেক আগে ম্যারিনেট করে রাখলে ভাল।

কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করতে পারেন পনিরের ঝোল মানেই তা টলটলে হবে। কিন্তু এই পাতলা ঝোল ঘন করতে ব্যবহার করতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার। এতে পনিরের ঝোলের স্বাদও বাড়বে। পনির পকোড়া বানাতে চাইলেই উপরের কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে বানানো ব্যাটারে ডুবিয়ে ভাজতে পারেন। অন্য রকম খেতে লাগবে। মুচমুচেও হবে।

তেল কম দিন পনির দিয়ে বানানো কোনও পদে তেল একেবারে কম দিন। বেশি তেল দিয়ে পনির রান্না করার কোনও মানে নেই। অনেকেই নিরামিষ রান্নার স্বাদ বাড়াতে তেল দেন। তবে পনিরের ক্ষেত্রে এই ভুল এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। পনির কড়া করে ভাজতেও নেই। তাতে পনিরের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। একেবারে অল্প আঁচে কম তেলে হালকা করে পনির ভাজলে ভাল। তাহলে কষানোর সময় পনিরের মধ্যে মশলা ঢুকতে পারে।

দিনের পর দিন একই ননস্টিক কড়াইয়ে রান্না করছেন ?

স্বাস্থ্য সচেতন যাঁরা, কম তেলে রান্না করা নিয়ে তাঁদের চিন্তার শেষ নেই। শুধু কম তেল নয়, চটজলদি রান্না করতেও ননস্টিক বাসন বেশ জনপ্রিয়। আবার বাড়িতে দোসা, প্যানকেক তৈরি করতে গেলেও ননস্টিক পাত্রের প্রয়োজন পড়ে। পাত্রের গায়ে না আটকে সুন্দর ভাবে উঠে আসে এই খাবারগুলি। তবে কড়াইতে বা তাওয়ার গায়ে না আটকে সুন্দর ভাবে দোসা উঠে আসার নেপথ্যে রয়েছে ক্ষতিকর একটি রাসায়নিক। দীর্ঘ দিন ধরে এই ননস্টিকের বাসন ব্যবহার করলে, সেই বাসনে থাকা রাসায়নিক খাবারের মধ্যে মিশতে শুরু করে। যা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সেই কারণের বিশেষজ্ঞরা বলেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই ধরনের বাসন পাল্টে ফেলতে। কিন্তু এই পাত্রগুলি বদলানোর সময় এসেছে কি না, তা কী করে বুঝবেন?

১) দাগ পড়ে গেলে ননস্টিক পাত্রগুলির উপরে সাধারণত টেফলনের আস্তরণ থাকে। যা আসলে এক প্রকার রাসায়নিক। নিয়মিত মাজাঘষার ফলে টেফলনের গায়ে আঁচড় পড়ে। ফলে ওই টেফলনের মধ্যে থাকা ''পিএফওএ'' নামক একটি রাসায়নিক খাবারে মিশে যেতে পারে। তাই পাত্রের গায়ে কোনও রকম আঁচড়ের দাগ দেখলেই বুঝতে হবে, তা বদলে ফেলার সময় এসেছে। ২) পুরনো হয়ে গেলে এই ধরনের পাত্র সাধারণত পাঁচ বছর অন্তর পাল্টে ফেলতে বলেন বিশেষজ্ঞরা। ননস্টিক পাত্রের গায়ে থাকা ''পএফওএ'' রান্নার সময়ে খাবারে মিশতে শুরু করার আগেই তা বদলে ফেলা উচিত। ৩) রং চটে গেলে প্রতি দিন ব্যবহারের ফলে ননস্টিক পাত্রের রং হালকা হয়ে যেতেই পারে। কিন্তু রান্না করতে করতে এই জাতীয় পাত্রের কড়াই বা প্যানের তলা যদি কালো হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে তা পাল্টে ফেলার সময় এসেছে। অনেক সময়ে বাসন ধুতে গিয়ে ধাক্কা লেগে বা অতিরিক্ত তাপমাত্রায় বাসন তুবড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রেও ননস্টিক পাত্রটি বাদ দিতে হবে।

৪) মরচে পড়ে গেলে ননস্টিকের বাসন তুবড়ে গেলে বা টেফলনের আস্তরণ চটে গেলে সেখানে মরচে পড়ে যেতেই পারে। যা থেকে শরীরের ক্ষতি হতেই পারে। শুধু তা-ই নয়, খাবারের স্বাদও বদলে যেতে পারে। ৬) পাত্রের গা থেকে খোসা উঠলে ননস্টিক পাত্র এখন বিভিন্ন রঙেরও পাওয়া যায়। প্রতি দিন ব্যবহার করলে এই ধরনের পাত্র থেকে টেফলনের স্তর খোসার মতো উঠতে থাকে। এই রাসায়নিক মিশ্রিত খোসাগুলি খাবারে মিশলে তা শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

ইলিশের মরসুমেও চিংড়িই ভরসা ?

বর্ষায় মরসুম শুরু হয়ে গেলেও বাজারে এখনও তাজা ইলিশের দেখা নেই। ১২০০-১৫০০ টাকা কেজি দরে ইলিশ বিক্রি হলেও সেই সব ইলিশগুলিই বরফে রাখা। সেই স্বাদও নেই। তাই বাঙালির এখন চিংড়িই ভরসা। চিংড়ি ভাপা আর মালাইকারি ছাড়া চিংড়ি দিয়ে আর কী বানানো যায় ভাবছেন? বানিয়ে ফেলতে পারেন গন্ধরাজ চিংড়ি মালাই।

রইল রেসিপির হদিস।

উপকরণ: বড় আকারের গলদা চিংড়ি: ৫ টি
পাতিলেবুর রস ও গন্ধরাজ লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
শাহী মরিচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
কাঁচালঙ্কা বাটা: আধ টেবিল চামচ
নারকেল দুধ: আধ কাপ
ক্রিম: ৩ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ বাটা: ৩ টেবিল চামচ
রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ
সাদা তেল: ২ টেবিল চামচ
গন্ধরাজ লেবুর সবুজ খোসা কুচি: ১/৪ চা চামচ
তাজা গন্ধরাজ লেবু পাতা: ১টি

প্রণালী:

চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করে ছাড়িয়ে ধুয়ে পাতিলেবুর রস, নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন ৩০ মিনিট। ননস্টিক কড়াইতে তেল গরম করে সেদ্ধ করা পেঁয়াজ বাটা ও রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। এর মধ্যে চিংড়ি মাছ দিয়ে হালকা আঁচে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। চিংড়ির ভাজা ভাজা হয়ে এলে লেবুর রস, গন্ধরাজ লেবুর সবুজ খোসা কুচি আর নুন দিয়ে ফুটিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে জল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। ঝোল ফুটে উঠলে নারকেলের দুধ আর শামরিচ গুড়ো দিয়ে চিংড়ি সেদ্ধ করে নিন। নামানোর আগে গন্ধরাজ পাতা দিন। নামিয়ে নিয়ে উপরে ক্রিম ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ঝোল পুড়ে গেলেও ঘাবড়াবেন না টোটকায় ফিরিয়ে আনতে পারেন স্বাদ

শুনতে সহজ মনে হলেও রান্না করার ঝক্কি কম নয়। নুন, হলুদ, চিনি যদি সঠিক পরিমাণে না দেওয়া হয়, রান্নার স্বাদও খারাপ হয়ে যায়। তাই রান্না করার সময়ে অমনোযোগী হওয়ার কোনও উপায় নেই। তবে অনেক সময়েই অসাবধানতাবশত রান্না পুড়ে যায়। গ্যাসের আঁচ বাড়িয়ে হেঁশেলের টুকিটাকি কাজ সারতে গিয়ে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন অনেকেই।

অনেকটা সময় ধরে রান্না করা খাবার একটু পুড়ে গিয়েছে বলে ফেলে দেবেন? পোড়া রান্নারও স্বাদ ফেরাতে পারে ঘরোয়া কয়েকটি টোটকা। জেনে রাখুন। কাজে আসবে।

লেবুর রস

ফ্রিজে লেবু আছে তো? তা হলে আর পোড়া রান্না নিয়ে ভাবতে হবে না। রান্নায় কয়েক চামচ লেবুর রস উপর থেকে ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। এতে পোড়া গন্ধ আর স্বাদও চলে যাবে। লেবুর রস না থাকলে ভিনিগার দিয়েও কাজ চালাতে পারেন।

দুধ

রান্নার পোড়া গন্ধ দূর করতে দুধও ব্যবহার করতে পারেন। এতে শুধু গন্ধ নয়, দুধের গুণে রান্নাতেও আসবে আলাদা স্বাদ। দুধ ছাড়াও মাখন, ক্রিম কিংবা ঘি ও ব্যবহার করতে পারেন। নতুন স্বাদ আসবে রান্নায়।

আলু

মাংস হোক কিংবা পনির, কোনও রান্না যদি অসাবধানতায় পুড়ে গিয়ে থাকে, আলু ছোট ছোট টুকরো করে রান্নায় দিয়ে ঢেকে দিন। ১০-১২ মিনিট পর ঢাকা খুললে বুঝতে পারবেন, আলু রান্নার পোড়া গন্ধ এবং স্বাদ শোষণ করে নেবে।

মেজাজ ভাল করুন ম্যাঙ্গো কুলফি দিয়ে

বর্ষাকাল অনেকের কাছে প্রিয় মরসুম। অনেকেই আবার বর্ষা পছন্দ করেন না। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তো আমও বাজার থেকে কমে আসে। বর্ষায় আকাশ কালো করে থাকলে মনও ভার হয়ে থাকে। বর্ষাকালে মন ভাল করতে বানিয়ে ফেলতে পারেন ম্যাঙ্গো কুলফি। সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন মিষ্টি এই পদ।

রইল রেসিপি।

উপকরণ:
ফুল ফ্যাট দুধ: ১ লিটার
চিনি: ১ কাপ
এলাচ গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ
কেশর: ১ চিমটে
পেস্তা কুচি: ২৫ গ্রাম
কাঠবাদাম: ২৫ গ্রাম
আমের ক্কাথ: ২ কাপ
গুঁড়ো দুধ: আধ কাপ

প্রণালী:

ননস্টিক পাত্রে দুধ ফোটাতে থাকুন। ফুটতে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে অর্ধেক হয়ে আসা পর্যন্ত ঘন করে নিন। এ বার একটি বাটিতে ঠান্ডা দুধের মধ্যে গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে নিন ভাল করে। এ দুধের মিশ্রণটি গরম দুধে মিশিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। এ বার চিনি, গুঁড়ো এলাচ ও কেশর দিয়ে চিনি গলে যাওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। ৫ মিনিট পর আঁচ বন্ধ করে ঠান্ডা করে নিন। দুধের মিশ্রণ ঘরের তাপমাত্রায় এসে গেলে আমের ক্কাথ মেশান। পেস্তা কুচি ও বাদাম কুচি মিশিয়ে দিন। কুলফি মোল্ডে ঢেলে নিন। ফ্রিজে অন্তত ৬-৮ ঘণ্টা বা সারা রাত রাখুন। তৈরি হয়ে যাবে ম্যাঙ্গো কুলফি।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিকল হতে পারে কিডনি

লাগামছাড়া জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, ডায়েটে প্রক্রিয়াজাত খাবারের আধিক্যের কারণে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে। রক্তে উচ্চমাত্রায় ইউরিক অ্যাসিড জমার এই সমস্যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় ''হাইপারইউরিসেমিয়া''। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ এই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাবৃদ্ধি। মূলত হাড় ও কিডনির উপরেই ইউরিক অ্যাসিড বেশি প্রভাব ফেলে। খাওয়াদাওয়ায় একটু রাশ টানলেই এই সমস্যা এড়ানো সম্ভব। তবে ইউরিক অ্যাসিডের লক্ষণ সম্পর্কে অনেকেরই তেমন কোনও ধারণা নেই। এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, কী করে বুঝবেন?

১) ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধি পেলে ঘন ঘন প্রস্রাব পায়। কারণ, কিডনি চায় শরীরে থাকা অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডকে বার করে দিতে। তবে প্রস্রাবের আধিক্য ছাড়াও শরীরে ইউরিক অ্যাসিডে মাত্রা বেড়ে গেলে প্রস্রাবের সঙ্গে হতে পারে রক্তপাতও। এ ছাড়া, হতে পারে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। ২) ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা বাড়লে প্রস্রাবের সময়ে অনেকেরই জ্বালা করে। এই জ্বালা অনেক সময়ে এতটাই বেশি হয় যে মানুষটি প্রস্রাব করতেও ভয় পান। এই সমস্যা থেকে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। এ ছাড়া, প্রস্রাবে বিকট গন্ধও এই রোগের উপসর্গ হতে পারে। ৩) শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়লে পিঠের নীচের দিকে, তলপেটে কিংবা কুঁচকিতে ব্যথা হতে পারে। তাই এমন উপসর্গ দেখলেও সতর্ক হন। এ ছাড়া ত্বক রুক্ষ হয়ে যাওয়া, সারা ক্ষণ ক্লান্তি ভাব, বমি বমি ভাব, বার বার ঢেকুর তোলা, পেশিতে ঘন ঘন ক্র্যাম্প ধরাও শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির উপসর্গ হতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপ থাকলে নুন খাওয়া বারণ

চেনা-পরিচিত, সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন অনেকেরই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। ব্যস্ততার জীবনে অনিয়ম আর পরিশ্রম হল অন্যতম সঙ্গী। সেই সঙ্গে বাইরের তেল-মশলাদার খাবারের প্রতি ভালবাসা তো রয়েছেই। তবে এই কারণগুলিই রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্য একমাত্র নয়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, অত্যধিক হারে নুন খাওয়ার কারণে এই অসুখে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

তাই নুন খাওয়ায় রাশ টানা জরুরি। রক্তচাপের মাত্রা যাঁদের এখনও লক্ষণরেখা পার করেনি, ঝুঁকি এড়াতে নুন খাওয়া কমানো জরুরি। ইতিমধ্যেই যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত, কাঁচা নুন তাঁদের কাছে বিষের সমান। নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, শরীরচর্চা করা, বাইরের খাবার কম খাওয়া রক্তচাপের মাত্রা কমাতে এই নিয়মগুলি মেনে চলাই যথেষ্ট নয়। নুন খাওয়া বন্ধ করতে হবে। তবেই সুস্থ থাকা সম্ভব। একই কথা বলছেন চিকিতক অদ্রিজা রহমান মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসক বলেন, অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, উচ্চ রক্তচাপে কী খাওয়া উচিত আর কী খাওয়া উচিত নয়। যদি উচ্চ রক্তচাপের রোগীর ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল, থাইরয়েডের মতো আর কোনও সমস্যা না থাকে, তবে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংযত হওয়া জরুরি, তা হল নুন। যতটা সম্ভব নুন কম খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এমনিতে আমরা পাতে নুন খেতে বারণ করি। এমনকি, রান্নাতেও কম নুন দিলে ভাল। তবে নুন খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে সোডিয়ামের মাত্রা কমে যেতে পারে।'' সে দিকেও খেয়াল রাখতে বলছেন চিকিৎসক। খাওয়ার সময়ে আলাদা করে নুন নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। রান্নাতেও আগের চেয়ে নুনের ব্যবহার কম করছেন। তা হলেও কি নুন থেকে দূরে থাকা সম্ভব? তা কিন্তু নয়। কারণ, এমন অনেক খাবার রয়েছে, যেগুলিতে নুনের পরিমাণ অনেক বেশি। পাঁপড়, চানাচুর, বাইরের বিভিন্ন মুখরোচক খাবারে নুন থাকে। সরাসরি না খেলেও এই খাবারগুলির মাধ্যমে শরীরে নুনের প্রবেশ ঘটছে। শুধু নুন খাওয়া কমালে চলবে না। সেই সঙ্গে এই ধরনের খাবারও কম খেতে হবে। রক্তচাপ থাকলে নুন খাওয়া চলবে না। অথচ রান্না সুস্বাদু হয় নুনের গুণে। নুন ছাড়া কোনও রান্নাই মুখে তোলা বেশ কষ্টকর। ডায়াবেটিকরা চিনি খেতে পারেন না। সে জন্য অনেকেই বিকল্প হিসাবে সুগার ফ্রি খান। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য নুনের কোনও বিকল্প আছে? চিকিতকের কথায়, 'লো ফ্যাট সল্ট খাওয়া যেতে পারে। তবে সেটাও অল্প পরিমাণে। অনেকেই আবার বিটনুন, সৈন্ধব লবণ খান। সৈন্ধব লবণ আয়োডিন যুক্ত নয়। ফলে এই ধরনের নুন খাওয়ার কোনও মানে নেই। আর বিটনুনের কোনও স্বাস্থ্যগুণ নেই। খেতে ভাল লাগলেও শরীরের কোনও উপকার হয় না।'

বর্ষায় তেষ্টা কম পাচ্ছে ?

বারো মাস সুস্থ থাকার অন্যতম উপায় হল বেশি করে জল খাওয়া। শরীর ভাল রাখার এর চেয়ে ভাল কোনও বিকল্প নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেলে অনেক অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে থাকা যায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু বর্ষার মরসুমে সব সময়ে জল খাওয়ার কথা মনে থাকে না। কারণ তেষ্টা কম পায়। বৃষ্টির দিনে আবহাওয়া তুলনায় ঠান্ডা থাকে।

গরম কম লাগে। গ্রীষ্মের অস্বস্তি থাকে না। ফলে জল খাওয়ার চাহিদাও অনেকটা কমে যায়। তেষ্টা কম পাওয়ায় শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হতে থাকে। অথচ বর্ষাতেই জল বেশি করে খাওয়া জরুরি। এ সময়ে সংক্রমণের ভয় বেশি। নানা রকম ব্যাক্টেরিয়ার হানায় ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়। পেট খারাপ থেকে জ্বর, সর্দি-কাশি, পিছু ছাড়ে না অসুখ। জল খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। তেষ্টা না পেলেও সারা দিনে অন্তত তিন লিটার জল খেলে ভাল। বর্ষায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে শরীর আর্দতা হারাতে শুরু করে। বাইরে থেকে লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও গ্রীষ্মের মতো বর্ষাতেও শরীরে জলের চাহিদা থাকে প্রচুর। তাই কখন তেষ্টা পাবে, সেই আশায় বসে না থেকে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর জল খান। দিনে আট গ্লাস জল না খেলে পস্তাতে হতে পারে। অফিসে নিজের ডেস্কে জল রাখুন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গলা ভিজিয়ে নিন। বাইরে গেলেও সঙ্গে রাখুন জলের বোতল। চেষ্টা করুন তরল খাবার বেশি করে খাওয়ার। ফল খান নিয়ম করে। তা হলেও অন্তত শরীরে জলের ঘাটতি মিটবে।

তেষ্টা না পেলেও শরীর যে জলের অভাবে আর্দতা হারাচ্ছে, তার কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেগুলি জানা থাকলে জল খাওয়া নিয়ে সচেতনতা তৈরি হবে। ১) প্রস্রাবের রং খেয়াল করুন। হলুদ হলে বুঝবে শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন মতে জল খাচ্ছেন না। দীর্ঘ দিন এমন চলতে থাকলে পরবর্তীকালে বড় কোনও সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তাই জল বেশি করে খাওয়া জরুরি।

২) বাইরের খাবার খান না। অফিসেও বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যান। শাকসব্জি খান বেশি করে। তা সত্ত্বেও পেটের গোলমাল কমছে না? জল কম খাচ্ছেন বলে এমন হচ্ছে। বেশি করে জল খেতে শুরু করলে পেট ঠিক থাকবে। ৩) রাতে পর্যাপ্ত ঘুমোনোর পরেও ক্লান্তি কাটছে না? শরীরে জলের ঘাটতির কারণে এমনটা হতে পারে। নিজেকে চাঙ্গা রাখতে জল খেতে হবে বেশি করে।

বার্ধক্যে দাঁত পড়ে গেলে আবার গজিয়ে যাবে ?

দাঁত পড়ে গেলেই জোটে ''ফোকলা'' তকমা। সে পোকা ধরা দাঁত তুলে ফেলাই হোক বা বয়সকালের দাঁত পড়ে যাওয়া। নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর স্বাভাবিক ভাবে দাঁত গজানোর কোনও উপায় থাকে না। ''ফোকলা'' তকমা ঘোচাতে আসল দাঁতের মতো দেখতে, হুবহু নকল দাঁত বাঁধিয়ে নেন অনেকেই। তবে এ বার সেই নিয়মে বোধ হয় ছেদ পড়তে চলেছে।

সাধারণ ওষুধ প্রয়োগেই যে কোনও বয়সে নতুন দাঁত গজানোর এক গবেষণা চলছে জাপানে। একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গবেষণার কাজ প্রায় শেষের পথে। সব ঠিক থাকলে ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে ''ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল'' শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট কিটানো হাসপাতালের প্রধান, চিকিৎসক, গবেষক কাটসু তাকাহাসি বলেন, ''যে কোনও বয়সে নতুন দাঁত গজানোর এই ভাবনা যে কোনও দাঁতের চিকিতকের কাছে স্বপ্নের মতো। ডাক্তারি পড়া শেষ হওয়ার আগে থেকেই আমি এই বিষয় নিয়ে কাজ করছিলাম। আমার নিজের কাজের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল। এই আবিষ্কার যদি সত্যিই মানুষের কাজে লাগে, তবেই আমার গবেষণা করা সার্থক হবে।''

আগামী বছর এই ওষুধ পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু মানুষের উপর প্রয়োগ করার পর যদি এই তা সফল হয়, তবেই তা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও পাঁচ থেকে ছ'বছর। ২০০৫ সাল থেকে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে গবেষণা করছেন কাটসু। ইঁদুরের উপর বিশেষ ওই ওষুধ প্রয়োগ করার পর, তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন নতুন দাঁত গজানোর এই অভিনব উপায়টি। এই ওষুধটি আসলে ''ইউএসএজি-১'' নামক একটি জিনের অ্যান্টিবডি হিসেবে কাজ করবে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নির্দিষ্ট এই জিনটির কার্যকারিতা ''নিউট্রালাইজিং অ্যান্টিবডি'' দিয়ে খানিক শ্লথ করে দিতে পারলেই নতুন করে দাঁত গজানো সম্ভব। এই ওষুধের প্রয়োগ যদি সফল হয়, তবে বিরল জিনঘটিত রোগ ''অ্যানোডন্টিয়া''য় আক্রান্তদের বিশেষ উপকারে লাগতে পারে বলে ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কাটসু জানান, ''জন্ম থেকেই যাঁরা এই বিরল রোগে আক্রান্ত, তাঁদের দুটি পাটিতেই নতুন করে দাঁত তৈরি হতে পারে। যদিও নতুন দাঁত গজানোর ওষুধ প্রথম থেকেই প্রয়োগ করার কথা নয়। নকল দাঁত এবং দাঁত প্রতিস্থাপনের বিকল্প হিসেবে, বিরল একটি পরিস্থিতিতে এই ওষুধ প্রয়োগের কথা ভাবা হয়েছে।''

নয়া জলাধারের ভাবনা, এবারেও দুর্গাপুজো হচ্ছে না মহম্মদ আলি পার্কে

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : এবারেও দুর্গাপুজো হচ্ছে না মহম্মদ আলি পার্কে। গত বছর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ সংলগ্ন এই পার্কে দুর্গাপুজো নিয়ে রীতিমত বিতর্ক হয়েছিল। রাজনৈতিক শীর্ষস্তরে পৌঁছেছিল তার আঁচ। কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল পুরসভা এবারেও ভূগর্ভের জলাধার জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় পার্কের ওপরে পুজোর অনুমতি দেবে না। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্যি হতে চলেছে। দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে উঠেছে কলকাতা পুরসভার এই ভূগর্ভস্থ জলাধার। পুর কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় আর ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কলেজ স্ট্রিটের বাজারের কাছে মার্কাস স্কোয়ারে একটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করার পরিকল্পনা হয়েছে। এটিই মহম্মদ আলী পার্কের ভূগর্ভস্থ জলাধারের বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হবে।

পুরসভাকে জরুরি ভিত্তিতে বিকল্প জলাধারের কথা ভাবতে হচ্ছে। কারণ সতর্কতার জন্য জল সরবরাহ বিভাগ শতাব্দী প্রাচীন জলাধারটির কিছুটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। মহম্মদ আলী পার্কের পাশের দেওয়ালের একাংশে ২০১৯ সালে ফাটল দেখা দেয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দায়িত্ব দেওয়া হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ একাধিক ইঞ্জিনিয়ারকে। তাঁরা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর পর্যাপ্ত সতর্কতা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। পার্কের ওপরে মেলা ও পুজোর মত সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলেন।

ঠিক হয়েছে, মার্কাস স্কোয়ারে নতুন ওয়াটার বুস্টার পাম্পিং স্টেশন না আসা পর্যন্ত, মহম্মদ আলি পার্কে দুর্গা পূজা সহ সব রকম জমায়েত নিষিদ্ধ থাকবে। কেএমসি জল সরবরাহ বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়ে বুধবার বলেন, নতুন ভূগর্ভস্থ জলাধারটি তৈরি হবে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে। মধ্য কলকাতার শত শত বাসিন্দাদের চাহিদা পূরণ করবে সেটি। বুধবার পুরসভার মেয়র-ইন-কাউন্সিলের সভায় ওঠার কথা প্রসঙ্গটির। পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, "বিষয়টি এমআইসিতে পাস হওয়ার পরে, এটি অনুমোদনের জন্য কেএমসি হাউসে অর্থাৎ পুর অধিবেশনে রাখা হবে। এর পরে, জল সরবরাহ বিভাগ প্রকল্পের জন্য একটি টেন্ডার ডাকবে। প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকারে রাখা হয়েছে, তহবিলের ব্যবস্থাও শুরু হয়েছে। পুরসভা আর্থিক তহবিলের ঘাটতির মধ্য দিয়ে গেলেও মার্কাস স্কোয়ারের প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হযচ্ছে। কলেজ স্ট্রিট, বউবাজার, সিআর অ্যাভিনিউ, জোড়াসাঁকো, এম জি রোড, কেশব সেন স্ট্রিট এবং আমহার্স স্ট্রিট সহ মধ্য কলকাতায় বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষ মহম্মদ আলি পার্কের জলাধারের উপর নির্ভর করেন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় নিয়ে পুরকর্তারা এখনই কোনও হিসেব দিতে পারেননি। তবে দৈনিক প্রায় ৪০ লক্ষ গ্যালন পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কথা হচ্ছে নয়া প্রকল্পের মাধ্যমে। কাজ শুরুর পর শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে দু'বছর।

দিনহাটায় তাজা বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দিনহাটা, ১২ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটার বামনহাটের পাথরশন গ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরদিন বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার সকালে রাস্তার ধারে একটি তাজা বোমা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে। বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল। পাথরশন গ্রামেও তৃণমূল জয়ী হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপচন্দ্র বর্মন বলেন, 'এই এলাকা এতদিন শান্ত ছিল। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকার পরিস্থিতি অশান্ত হয়। এরপর এদিন সকালে বোমা উদ্ধার হয়। আমরা আতঙ্কে রয়েছি।' স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র বর্মনের দাবি, 'অশান্তি করার জন্য বিজেপি এমনটা করেছে।' যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা অজয় রায়।

রোগী মৃত্যুর অভিযোগ, উত্তেজনা গোঘাটে

হুগলি, ১২ জুলাই (হি. স.) : এক বধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয় হুগলির গোঘাটের উত্তর বলরামপুর এলাকায়। পুলিশের সামনেই চলে বিক্ষোভ। দীর্ঘক্ষণ পর আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। অভিযোগ, হাসপাতালের গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর।

জানা গিয়েছে, মৃত রোগীর নাম ফিরোজা বেগম (২৮)। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সন্ধিপুরের ইদপুরে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। একটি মেয়ে রয়েছে বধূর। বেশ কিছু দিন বাপের বাড়িতে ছিলেন ফিরোজা। রোগীর পরিবার জানায়, গত রাতে ফিরোজার পেটে ব্যাথা শুরু হয়। তখন তাঁকে গোঘাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে বারবার ডাকা সত্বেও কেউ হাসপাতালের ফটক খোলেনি বলেই অভিযোগ।

দীর্ঘক্ষণ পর হাসপাতালের গেট খোলা হলেও ডাক্তার আসেন অনেক পরে। এর পর হাসপাতালেই মৃত্যু হয় রোগীর। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে রোগীর পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা হাসপাতালে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যেতে চাইলে বাধা

বিডিওকে নিগ্রহের অভিযোগ বিজেপি-র দেবশ্রীর বিরুদ্ধে, আলোড়ন

উত্তর দিনাজপুর, ১২ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের গণনা চলাকালীন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বনাম বিডিও-র তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতর দেখা দেয় উত্তর দিনাজপুরে। বুধবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোড়ন হয়। অভিযোগ, তৃণমূলকে গণনায় কারচুপি করতে সাহা০.য্য করছেন বিডিও। বিজেপি প্রার্থীরা জয়ের মুখে এসেও হেরে গিয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থীদের জিতিয়ে দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। এই অভিযোগে ঘরে ঢুকে বিডিওকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী এবং তাঁর কিছু সঙ্গীর বিরুদ্ধে। আহত বিডিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রায়গঞ্জের সাংসদ। অন্য দিকে, তাঁদের 'দৃষ্টান্তমূলক সাজা'র দাবি করেছে তৃণমূল।

বুধবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের গণনাকেন্দ্রে উপস্থিত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী। তাঁকে সামনে পেয়ে ভোটের গণনা নিয়ে অভিযোগ জানাতে থাকেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এর পর দেবশ্রী বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকারকে নিয়ে চলে যান গণনাকেন্দ্রে। খোঁজ নেন, বিডিও কোন ঘরে রয়েছেন।

গণনায় কারচুপি, ব্যালট বাক্স বদল-সহ একাধিক অভিযোগে বিডিও শুভজিৎ মণ্ডলের ঘরে ঢুকে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, বিডিওর সামনে থাকা টেবিল উল্টে দেন বিজেপি সাংসদের সঙ্গীরা। বিডিওর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীরা তাঁকে মারের হাত থেকে বাঁচাতে ঘিরে ধরেন। যদিও তার পরেও বিডিও আহত হন বলে খবর। চিকিৎসার জন্য তাঁকে রায়গঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

চমক দেওয়া প্রার্থী চুমকি চমক দিতে পারলেন না ভোটের ফলে

দক্ষিণ দিনাজপুর, ১২ জুলাই (হি. স.) : উচ্চতা মাত্র দু ফুট। বয়স ২৩। আর পাঁচ জন প্রার্থী থেকে অনেকটাই আলাদা চুমকি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে চেয়েছিলেন প্রশাসনে যোগ দিয়ে মানুষের সেবা করতে। এ রকম প্রার্থী চয়ণ করে চমক দিতে চেয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হেরে গেলেন। বুধবার চুমকির তাই মন খারাপ।

আশা থেকেই পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চুমকির। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক, এক লহমায় পালটে যায় জীবন। জয়ের আশা নিয়ে গণনা কেন্দ্রে গিয়েও হতাশ হয়ে ফিরতে হয় এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সব থেকে আলোচিত প্রার্থী চুমকি ঘোষকে। বিশেষভাবে সক্ষম এই প্রার্থীকে নিয়ে জেলায় আগ্রহের অন্ত ছিল না। তারপরও সে মানুষের পাশে থাকতে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়েছিলেন চুমকি। কিন্তু, ৭৬ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোৎস্না ঘোষের কাছে পরাজিত হন।

২৩ বছর বয়সী এই তরুণী হিলি থানার কনিষ্ঠ প্রার্থী ছিলেন। এমন একজনকে তৃণমূল প্রার্থী করে চমক দিয়েছিল। ''দিদি''র আদর্শকে পাথেয় করে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন হিলি গভর্নমেন্ট কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী চুমকি। বাবা চঞ্চল ঘোষ। হাটের ছোট ব্যবসায়ী। মা চিত্রা ঘোষ গৃহবধূ। চুমকির এক বোন ছিল। তার বিয়ে হয়ে গেছে। পড়াশুনাতেও পারদর্শী চুমকি। হিলি ব্লকের ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত চকমোহনের তৃণমূল প্রার্থী চুমকি ঘোষকে নিয়েই ভোটের আগে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করেই পঠনপাঠনের পাশাপাশি ভোট প্রচার করেছিল।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে চুমকি পেয়েছিল ৩৪০ ভোট। সেখানে বিজেপি প্রার্থী জ্যোৎস্না ঘোষ ৪১৬ ভোট পেয়েছেন। ৭৬ ভোটে পরাজিত হন চুমকি। ভোটে পরাজয়ের কারণে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন এই কনিষ্ঠ প্রার্থী। গণনা শুরুর আগে পর্যন্ত সকলে বলেছিল সে জিতবে। কিন্তু তা তো আর হয়নি।

চুমকি বলেন, '''মানুষের পাশে থাকা ও তাদের হয়ে কাজ করার জন্য রাজনীতিতে নেমেছিলেন। ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু, জিততে পারেনি। মানুষই যদি আমাকে না চায় তাহলে রাজনীতিতে থেকে কী করব!"

বুধবার তিনি বলেন, "আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে। আমাকে লোক ভরসা করল না। লোক চায়নি আমি জিতি। এমনকি দলের অনেকেও শেষে চায়নি আমি জয়ী হই। কারও কাছে কিছু বলার নেই। আমি আর রাজনীতি করব না।'''

নির্বাচন বাতিলের মামলা খারিজ, তবে উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন বাতিলের আবেদন জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে । সেই আবেদন বুধবার খারিজ করে দিল প্রধান বিচারপতির টি এস শিভজ্ঞনমের ডিভিশন বেঞ্চ ।ভোটে জিতেও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় জয়! তাই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বুধবার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাইকোর্ট ।পঞ্চায়েত ভোটে কমিশনের ভূমিকা ''খুব সন্তোষজনক নয়', ভোট নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর করা মামলার প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের। পাশাপাশি কমিশন যাদের জয়ী ঘোষণা করেছেন, তাঁদের জয় মামলার প্রেক্ষিতে আদালতের রায়ের পরেই চূড়ান্ত হবে ।মামলার পরবর্তী শুনানি ২০ জুলাই। এই সময়ের মধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ, ব্যালট সহ যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় ।এদিন ডিভিশন বেঞ্চ মামলার প্রেক্ষিতে জানায়, 'কমিশনের ভূমিকা খুব সন্তোষজনক নয়। আজও তাদের কোনও অফিসার হাজির নেই বক্তব্য জানানোর জন্য। ৬৯৮ বুথে কীসের ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচন হল তার ব্যখ্যা দিতে প্রস্তুত নয় কমিশন। আদালত এটা বুঝতে পারছে না কেন এত সতর্কতার পরেও গোলমাল ঠেকানো গেল না।'আদালত বলেন, 'পুলিশ নাগরিকের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হল কিছু ক্ষেত্রে। রাজ্য যদি তার নাগরিককে নিরাপত্তা না দিতে পারে তাহলে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

'অসুস্থ' সুকন্যা মণ্ডলকে নেওয়া হল জেল হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি. স.) : বুধবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিহাড় জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জেল হাসপাতালে। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

এর আগে বুধবার প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সুকন্যা। রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে সুকন্যা মণ্ডলকে হাজিরার জন্য আনা হয়। সেখানেই তাঁদের সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। এজলাসের এক কোণায় দীর্ঘক্ষণ আলাপচারিতার সুযোগ পান দুই বান্ধবী।

সুকন্যা দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু, সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। বান্ধবীর সঙ্গে রোজ ১০ মিনিট করে ফোনে কথা বলারও আর্জি জানিয়েছিলেন কেষ্ট কন্যা। কিন্তু, সেই অনুমতিও দেওয়া হয়নি তাঁকে।

এদিন সুতপার সঙ্গে দেখা করতে পেরে স্বস্তি পান কেষ্ট কন্যা। সূত্রের খবর, দু''জনের এই আলাপচারিতায় সুকন্যা বান্ধবীর শারীরিক অবস্থার কথা জানতে চান। সুতপা দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচও জুগিয়ে এসেছেন সুকন্যাই। ফলে তিহাড়বন্দি হওয়ার পর থেকে বান্ধবীর জন্য মন ব্যাকুল ছিল তাঁর।

অসমে পুলিশের এনকাউন্টার, ঘায়েল ড্রাগস-মাফিয়া মফিজুল, উদ্ধার প্রায় ১৬ কোটি টাকার মাদক

গুয়াহাটি, ১২ জুলাই (হি.স.) : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অসমে আবারও পুলিশের এনকাউন্টার। এবার পুলিশের গুলিতে ঘায়েল হয়েছে মফিজুল হক নামের কুখ্যাত ড্রাগস-মাফিয়া। ঘটনা আজ বুধবার ভোররাত প্রায় দুটা নাগাদ মরিগাঁও জেলায় সংঘটিত হয়েছে। জনৈক কনস্টেবলের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। গুলিবিদ্ধ মফিজুলকে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কামরূপের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) কল্যাণকুমার পাঠকের নেতৃত্বে গতকাল রাতে সোনাপুর টোলগেটে বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর দল অভিযান চালায়। গভীর রাতে এএস ০১ বিএল ২২১১ নম্বরের একটি হোন্ডা সিটি গাড়ি আটক করে তাতে তালাশি চালিয়ে প্রায় ১৬ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে এসটিএফ।

এর সঙ্গে আটক করা হয় মফিজুল হক নামের মাদক-মাফিয়াকে। জিজ্ঞাসাবাদে সে নাকি বলেছে, প্রথমে তার পরিকল্পনা ছিল চাংসারিতে ওই মাদকগুলি পাচার করবে। কিন্তু সে তথ্য পুলিশ পেয়ে গেছে আঁচ করতে পেরে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে সোনাপুরের দিকে যাচ্ছিল। এখানেও সে ধরা পড়ে গেছে, পুলিশের কাছে প্রদত্ত বয়ানে বলেছে মফিজুল।

এদিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আচমকা ইন্দ্রজিৎ গগৈ নামের এক কনস্টেবলের হাত থেকে একে ৪৭ সিরিজের রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে মফিজুল। তখন তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে পুলিশ। তার পায়ে গুলি লেগেছে। প্রসঙ্গত গতকাল মঙ্গলবার ভোরে কাছাড় পুলিশের এনকাউন্টারে ধরাশায়ী হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানাধীন ভাঙ্গার বছর ২০-এর আহারার আহমেদ ওরফে নাজ-হত্যার মূল আসামি তথা জেল থেকে পলাতক কুখ্যাত হিফজুর রহমান।

কাছাড়ে আসাম রাইফেলসের অভিযানে উদ্ধার ২ কোটি টাকার হেরোইন, গ্রেফতার চার

শিলচর (অসম), ১২ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড়ে আসাম রাইফেলসের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকার হেরোইন। হেরোইন পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে।

আজ বুধবার এ খবর এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন আসাম রাইফেলস-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। দাবি, মাদক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের আরেক সাফল্য। গতকাল আগরতলা সেক্টর-এর আসাম রাইফেলসের শ্রীকোণা ব্যাটালিয়ন কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমা থেকে প্রায় ২ কোটি টাকার হেরোইনের ২৪টি সাবান কেস উদ্ধার করেছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, গত সোমবারও চার ব্যক্তিকে মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই সব চোরাকারবারি মণিপুর থেকে অসমে মাদক পাচার করার চেষ্টা করছিল। উদ্ধারকৃত মাদক দ্রব্য এবং আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য রাজস্ব গোয়েন্দা অধিকরণে হস্তান্তর করা হয়েছে, বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের কাছাকাছি থাকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচার উদ্বেগের একটি প্রধান কারণ। আসাম রাইফেলস ''উত্তরপূর্বের সেন্টিনেল'' হিসাবে যথাযথভাবে নামকরণকৃ মাদক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মাদকই এই অঞ্চলে জঙ্গি কার্যকলাপকে উৎসাহিত করছে। তাই আসাম রাইফেলস মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, বলা হয়েছে বিবৃতিতে।

অনুব্রতদের জামিনের আর্জি ফের খারিজ

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি. স.) : অনুব্রত মণ্ডলদের জামিনের আর্জি বুধবার ১৮ আগস্ট পর্যন্ত বাড়াল আদালত। এদিন সকালে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে গোরু পাচার মামলার শুনানিতে অভিযুক্তরা আদালতে অনুপস্থিত থাকায় প্রথমটায় বিস্মিত হন বিচারক। সকাল ১০টা নাগাদ শুনানিতে হাজিরা দেননি অনুব্রত ও তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল, সায়গল হোসেন, মণীশ কোঠারি, এবং সতীশ কুমার।

বিস্মিত বিচারক রঘুবীর সিং ইডি-র আইনজীবী নীতেশ রানাকে প্রশ্ন করেন, কেন অভিযুক্তরা আদালতে নেই? এরপর সকাল ১১টা নাগাদ ফের অনুব্রত মণ্ডল সহ গোরু পাচার মামলায় সকল অভিযুক্তকে হাজিরার নির্দেশ দেন। অবশেষে এরপর ভিডিয়ো কনফারেন্সে হাজিরা দেন অনুব্রত। সশরীরে হাজির হন সুকন্যা মণ্ডল।

এদিন, গোরু পাচারকাণ্ডের অভিযুক্তদের জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি জানায় ইডি। সকল অভিযুক্তকেই আগামী ১৮ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

দিল্লিতে যমুনার জলস্তর পৌঁছল ২০৭.৫৫ মিটারে

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হরিয়ানার হাতিকুণ্ড বাঁধ থেকে জল ছাড়ায় যমুনার জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বুধবার সকালে পুরাতন দিল্লির রেলসেতুর কাছে যমুনার জলস্তর বেড়ে ২০৭.১৮ মিটারে পৌঁছেছে। পরে দুপুরে তা বেড়ে ২০৭.৫৫ মিটারে পৌঁছে যায়, গত ১০ বছরে এই প্রথম বার এতটা জলস্তর বেড়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে এই জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে তারা। ফলে নিচু এলাকার পাশাপাশি আরও বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বন্যা প্রবণ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে দিল্লি সরকার।

প্রতিনিয়ত গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে দিল্লি সরকারও। দিল্লির মন্ত্রী অতিশী বলেছেন, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় দিল্লি সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে।

আমরা নিয়মিত যমুনা নদীর কাছে মানুষকে সরানোর কাজ পরিচালনা করছি।

আমরা ক্রমাগত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।

জলের তোড়ে ভাঙল বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা

ফালাকাটা, ১২ জুলাই (হি. স.) : রাতভর ভারী বৃষ্টির জেরে ভেঙে গেল নির্মীয়মাণ মহাসড়কের বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন। মঙ্গলবার রাতেই ডাইভারশনের ওপর দিয়ে জল বইতে থাকে। বুধবার সকালেই জলের তোড়ে একাধিক জায়গায় ডাইভারশন ভেঙে যায়। তাই এদিন সকাল থেকেই ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারছে না।

স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির জেরে ডাইভারশন ভেঙে গেল। এখন কতদিন পর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এখন স্কুলও খোলা।

দাবারু আরাধ্যা দাসকে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দাবারু আরাধ্যা দাসের হাতে পঁচিশ হাজার টাকার চেক তুলে দেয় রাজ্যের অন্যতম জুয়েলারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। ভবিষ্যতেও এই খুদে দাবারোর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারির কর্ণধার।

খুদে দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। বৃহস্পতিবার চড়বে উজবেকিস্তানের বিমানে। এই উদ্দেশ্যে আজই আগরতলা থেকে বিমানে রওনা হয়েছে আরাধ্যা ও তার বাবা।এবছর উজবেকিস্তানের তাসকেনে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা। ১৩-২১ জুলাই হবে আসর। দেশের জার্সি গায়ে জড়িয়েওই আসরে খেলবে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির গর্ব দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে দেশের জার্সিও। এশিয়ান আসরে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে অনুজ কুমার দাস এবং অঞ্জু রাণী দাসের একমাত্র মেয়েটি। অনূর্ধ-৯ বিভাগে। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীটি এবছর তামিলনাড়ুর হুসুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ-৯ বিভাগে তৃতীয় স্থান দখল করে রীতিমতো চমক দিয়েছিলো। ওই সাফল্য জাতীয় দলে জায়গা করে নেয় সে। এশিয়ান আসরে ভালো ফলাফল করতে জোড় প্রস্তুতি নিয়েছে সে। ভারতীয় যুব দলের কোচ তথা ত্রিপুরার সর্বাকালের সেরা দাবাড়ু ফি ডে মাস্টার প্রসেনজিৎ দত্ত থেকেও নিয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি। এশিয়ান দাবায় ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী আরাধ্যাও।

কাজের সন্ধানে

● প্রথম পাতার পর

ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল এছাক মিয়া (২২)।ছুটি কাটিয়ে আবার চেন্নাই চলে যায়। কিন্তু গত ২৬/৬/২৩ তারিখ থেকে নিখোজ হয়ে যায় এছাক মিয়া।

জানা যায় ২৬ তারিখ তার মা তার সাথে মোবাইলে শেষ কথা বলেছিলেন। তারপর থেকে তার মোবাইল সুইস বন্ধ দেখাচ্ছে। এদিকে তার পরিবারের তরফ থেকে এছাক মিয়া যে রেস্টুরেন্টে কাজ করেছিল সেই রেস্টুরেন্টের মালিকের সাথে যোগাযোগ করলে মালিক বলেন, মালিকের কাছ থেকে পাওনা টাকা নিয়ে এছাক মিয়া ব্যাঙ্গালুর যাবে বলে তাকে বলে। অন্যদিকে তার বন্ধুদের সাথেও যোগাযোগ করলে জানা যায় ,বন্ধুদের কাছেও একই কথা বলে ব্যাঙ্গালোর যাবে বলে বলে।নিখোঁজ যুবকের মা আঞ্জুমানারা বেগম জানান ২৬/০৬/২০২৩ ইং তারিখ থেকে ছেলে এছাক মিয়ার সাথে হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তারপর থেকে বিভিন্নভাবে তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন ভাবে তার সাথে যোগাযোগ এমনকি কোন সন্ধান বের করতে পারছে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে যাত্রাপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করা হয়।এদিকে নিখোঁজ ছেলের মা হন্য হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। অবশেষে বাধ্য হয়ে বুধবার সাংবাদিকের দ্বারস্থ হন এছাক মিয়ার মা। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ প্রশাসনের নিকট করুন আবেদন রাখেন তার সন্তানকে যাতে খুঁজে এবং ফিরিয়ে আনতে একটু সহযোগিতা করেন।

সত্যাগ্রহ

● প্রথম পাতার পর

দ্বারা পরাজিত হবে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দেশকে পুনর্গঠন করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মন বলেন, জনগণের সমর্থনে তিনি পাঁচ থেকে ছয়বার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার জনগণের বক্তব্যের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, উষ্মা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাজেটে মূলধনী বিনিয়োগে

● প্রথম পাতার পর

স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট স্কিম নামে নতুন প্রকল্প নামে চালু করা হচ্ছে। রাজ্যে একটি ক'ত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৭-১৮ সালের তুলনায় এবছর মোট প্রস্তাবিত বাজেট বেড়েছে ১৫, ২১২ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার প্রায় ১২২.২৭ শতাংশ। জন কল্যাণকারী দপ্তরগুলির বাজেট ২০১৭-১৮'র তুলনায় এবছর কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন শাসক এবং বিরোধী দলের সকল সদস্যরাই রাজ্যের জনগণের স্বার্থে এই জনমুখী বাজেটকে সদর্থক মনোভাব নিয়ে সমর্থন করবেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, এই বাজেট ভবিষ্যৎমুখী এবং অন্তর্ভক্তিমূলক। প্রস্তাবিত বাজেটে সমাজের প্রতিটি অংশের জনসাধারণের কথা চিন্তা করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করেও এই বাজেটে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিনি মিশন প্রকল্পে আগামী দু'বছরে জনজাতি রাবার চাষিদের জন্য ২৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে ৫০টি মোক হাউস নির্মাণ করা হবে। সরকারের প্রাথমিক অগ্রাধিকার হচ্ছে জনজাতি অধ্যুষিত অ'লের সার্বিক বিকাশ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ১,৪৩৫ কোটি টাকার ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যাণ্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। এই পুর প্রকল্পটিই ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বাস্তবায়ণ করা হবে। এই প্রকল্পের বাইরে যেসব জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম আছে সেসব গ্রামের উন্নয়নে প্রস্তাবিত বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট মিশন শুরু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এজন্য ৩০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাজেটের উপর আলোচনায় বিরোধী দলের কোনও সদস্য এব্যাপারে কিছুই বলেননি।

প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়ে স্পেশাল ফাণ্ড রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জনজাতিদের উন্নয়নে বর্তমান সরকার ব শরনার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, এই অর্থবছরে মৌলিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য ৩০ কোটি টাকা ব্যায়ে ১০০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নির্মাণ করা হবে। তাছাড়াও ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পৃথক সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চালুর মধ্য দিয়ে যুগপোযোগী ও জব ওরিয়েন্টেড দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। শান্তিরবাজার-কুয়ামাড়া এবং দেবীপুর-কুরমা হয়ে অমরপুরের রাস্তা উন্নয়নের জন্য ৩৮.৬৮ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়িত হবে। তাছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্সের মাধ্যমে সরকার ৭০৮ কোটি টাকা ব্যয় করবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেট প্রক'তপক্ষে ত্রিপুরাকে একটি উন্নত রাজ্যে পরিণত করার এক অভিমুখ।

প্রস্তাবিত বাজেটকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিধায়ক স্বপা মজমদার। এছাড়াও আলোচনা করেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, বিধায়ক পল দাংশু, বিধায়ক অশোক মিত্র, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক নয়ন সরকার।

পাঁচ বছরে

● প্রথম পাতার পর

কারণ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা দফতরের স্কুলগুলিতে বিভিন্নস্তরে শিক্ষক ঘাটতির তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, অস্নাতক শিক্ষক ১৬১৫ জন, স্নাতক শিক্ষক ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১৬৪৩ জন, স্নাতক শিক্ষক নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১২৩৯ জন, বিষয় শিক্ষক ৫৪৬ জন এবং স্পেশাল এডুকেটর ১১২ জন মোট ৫১৫৫ জন শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে।

তবে চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে ত্রিপুরা সরকার প্রতি বছর নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেছে, দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি, টিআরবিটি নিয়মিতভাবে টেট পরীক্ষা নিচ্ছে এবং যোগ্য প্রার্থীদের বাছাইয়ের মাধ্যমে দপ্তর অস্নাতক এবং স্নাতক শিক্ষক নিয়োগ করছে। তাছাড়া মাধ্যমিক স্তরের স্নাতক শিক্ষক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিষয় শিক্ষকের জন্য নিয়মিত টিআরবিটি-র মাধ্যমে চাকুরির পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, গতবছর প্রথমবারের মত স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন স্তরে রাজ্যে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।সেই তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অস্নাতক শিক্ষক ১০৬২ জন, স্নাতক শিক্ষক ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৭০১ জন, স্নাতক শিক্ষক নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১৪৭১ জন, বিষয় শিক্ষক ৪৪৪ জন এবং স্পেশাল এডুকেটর ৮৮ জন মোট ৬৭৬৬ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে।তাঁর কথায়, সরকারের আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করে প্রত্যেক বছর শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রত্যেক বছর শিক্ষক নিয়োগের ফলে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একজন শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত বিদ্যালয় এখন আর নেই। তবে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।সাথে তিনি যোগ করেন, মাধ্যমিক স্তরে ২৩০ টি পদের জন্য টিআরবিটি স্নাতক শিক্ষক নবম থেকে দশম শ্রেণীর জন্য নিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু ২৩০ টি পদের সংরক্ষণের উপর একটি মামলার রায়ে প্রচলিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের ফলে এব্যপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়নি। তিনি জানান, উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে ত্রিপুরা সরকার। তিনি বলেন, ধারাবাহিক নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ করার মাধ্যমে আশা করা যায় যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষকের শূন্যপদের সংখ্যা অনেকটাই হ্রাস করা সম্ভব হবে।

অনেকেই

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসন বা বন দপ্তর কি কাজ করছে, কিভাবে পাশে থাকছে এই প্রশ্নের উত্তরে সহজ-সরল এলাকাবাসীদের জবাব হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে বনকর্তাদের টিকির নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না, সাহায্য সহযোগিতা তো দূরস্ত। গোটা এলাকা ঘুরে দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার দিকে দিকে হাতির আক্রমণের চিহ্নগুলো স্পষ্ট। কারো কারো কৃষি ক্ষেত নষ্ট হয়েছে, কারো কারো থাকার ঘর নিমেষেই নষ্ট করে দিয়েছে হাতির দল। বিদ্যুতের খুটি থেকে শুরু করে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার কোন কিছুই বাদ যাচ্ছে না হাতির এই আক্রমণ থেকে। সমস্বরে দাবি উঠছে এলাকার স্বার্থে , এলাকার মানুষের জীবনসম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে হাতির আক্রমণ প্রতিহত করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

সংগঠনগুলি

● প্রথম পাতার পর

দাবিগুলির ব্যাখ্যা করে এডিসি র হাতে অধিক ক্ষমতা এবং সরাসরি অর্থ প্রদান সহ ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান। বিগত বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও রাজ্যের সব অংশের মানুষের স্বার্থে এবং রাজ্যের উন্নয়নে বাজেট তৈরি করেছেন বলে দাবি করেন।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাড়া ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর, ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের সম্পাদক রাধাচরন দেববর্মা এবং খেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে। কৃষক দের সরকার থেকে সার বীজাণু সরবরাহ, জুমিয়াদের কে বিনা মূল্যে সার প্রদান এবং অবিলম্বে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করার উপর গুরুত্ব আরোপ কযেন রাধাচরন দেববর্মা।

কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে জোলাইবাড়ীতে কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ সামগ্রী বিতরন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ জুলাই।। রাজ্যসরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে। রাজ্যসরকারের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে কাজকরেযাচ্ছে জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তর। জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসের উদ্দ্যোগে সাবসিডির মাধ্যমে কৃষকদের হাতে উন্নত মানের কৃষিজ সামগ্রী তুলেদেওয়াহয়। জোলাইবাড়ীর একটি ফার্মাস ক্লাবের মাধ্যমে এই কৃষিজ সামগ্রী গুলি তুলে দেওয়া হয়। কৃষিজ সামগ্রী বিরতনের পূর্বে কৃষকদের নিয়ে ও এলাকার লোকজনদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠীত করাহয়। বিগত দিনে কৃষকরা শুধুমাত্র কেমকো কোম্পানির কৃষিজ সামগ্রী ব্যাবহার করতেন। বর্তমান সময়ে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে কম অর্থ ব্যায়করে বেশি উপার্জনের জন্য গ্রেইভ অনুমোদিত কৃষিজ মেশিন নিয়ে আসাহয়। এই মেশিনগুলো নিয়ে কৃষকদের মনে যা প্রশ্ন ছিলো সেগুলি বুঝিয়ে দেওয়াহয়। গ্রেইভসের অনুমোদিত মেশিন গুলি কেমকো থেকে কম টাকায় ক্রয় করাযাবে এবং ভালো পরিষেবা পাবে কৃষকরা। কৃষকদের মেশিন নষ্টহয়েগেলে মাঠে গিয়ে মেশিন ঠিককরে দেওয়াহবে যা বিগত দিনে কৃষকরা এমন পরিষেবা পায়নি। দুই বছর পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিসিং পেয়ে যাবে কৃষকরা। আরো বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবা পাওয়াযাবে এই মেশিন গুলিতে। এইসকল পরিষেবার কথা জানতে পেরে কৃষকদের মধ্যে অনেক আগ্রহ বেরেযায়। এক কৃষক এই কৃষিজ সামগ্রী ব্যাবহার করে নিজ অভিজ্ঞতা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলেধরেন। জোলাইবাড়ীর কৃষকরা তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসকে এইধরেনের সহযোগীতার হাত বারিয়েদেওয়ায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই প্রকল্পের সাবসিডির মাধ্যমে ১০ লক্ষ্যটাকার কৃষিজ সামগ্রী বিতরন করাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তেরর তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস সহ ফার্মাস ক্লাবের সদস্যরা। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাস উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

ভেলোয়ারচড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১২ জুলাই।। শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড ,শিক্ষা ছাড়া জীবন অন্ধকার। সুতরাং আজকের ছাত্রছাত্রী আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, সে কথা মাথায় রেখে ই বক্সনগর আর ডি ব্লক অন্তর্গত ভেলোয়ারচড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ভেলোয়ারচড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রীদের এবং অন্য আরো দুজন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত করা হয়। সর্বমোট ৪৮ জন ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগের। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বেলারচর টাউন হল করে আজ সকাল সাড়ে ১১ টার সময় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গ্রাম প্রধান অনিল দাস মহোদয়। প্রদীপ জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় তারপর উত্তরীয় এবং ব্যাস দিয়ে তাদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে। আজকের এই মহতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দেলোয়ারচর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক দিলীপ দাস উনি উনার মূল্যবান বাসনে বলেন সত্যি ই বাস্তব জীবনে শিক্ষার বিকল্প আর কিছু নেই আজকে যারা ছাত্র ছাত্রী আগামী দিন তারাই দেশের ভবিষ্যৎ সমাজ রাষ্ট্র দেশ গঠনে তাদের ভূমিকা সদর্থকভাবে পালন করা একান্ত কাম্য হবে। তিনি পঞ্চায়েতের মেম্বার প্রধান এবং এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবি দ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এইরকম একটি অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকর্ষ উদ্দীপনা এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন এবং ভবিষ্যৎ গঠন করার যে প্রয়াসটি হাতে নিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং সদস্যরা তিনি খুশি এবং আপ্লুত। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিবানা বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পাবে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ মনোভাব এবং একাগ্র চিত্তে পঠন-পাটনে এগিয়ে যাবে বেলার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রত্যাশায় তিনি রাখেন সবার নিকট। প্রধান অতিথির ভাষণের পরই শুরু হয় উদ্বোধনী সংগীত এবং দলগত নৃত্য নজরুল গীতি। এক কথায় তিন-চারটি সাংস্কৃতিক গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আকর্ষিত করে তোলেন। তাছাড়া আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর আর ডি ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবক বরুনকান্তি লস্কর এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবি দ সমাজসেবক দিপাংকর দাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিল দাস মহোদয় তা যারা উপস্থিত ছিলেন বেলুড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব ধীরাজ গোস্বামী মহোদয়। সংবর্ধনা তাদের হাতে শংসাপত্র এবং কলম তুলে দেন বক্তারা।

কমলাসাগরে কসবা মন্দিরে আশেপাশের দোকানে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। কমলাসাগর মন্দির চত্বরে খাদ্য দপ্তরের অভিযান। বুধবার কমলা সাগর মন্দির চত্বররে খাবারের হোটেল এবং অন্যান্য দোকানগুলিতে আচমকা হানা দেয় বিশালগড় মহাকুমা শাসক অফিসের খাদ্য দপ্তর এর আধিকারিকরা। প্রত্যেকটা দোকানের বিভিন্ন প্যাকেট জাতীয় খাদ্যের পাশাপাশি হোটেলের রান্নায় ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার সহ হোটেল গুলির করার মশলা থেকে শুরু করে মাছ মাংস খতিয়ে দেখেন। বাজার কমিটির সহ-সভাপতি কৃষ্ণ চক্রবর্তীর দোকানে হানা দিয়ে বেশ কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ কোলড্রিংস এবং অনেকদিন আগের ফ্রিজে রাখা মাছ এবং মাংসের সন্ধান পান। তাছাড়া বাজার কমিটির সেক্রেটারির নিকট আত্মীয়র দোকানে বেশ কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার সামগ্রী উদ্ধার করেন খাদ্য দপ্তরের কর্মীরা। এ

দিকে জানা যায় কমলাসাগর বাজার কমিটির কোন বৈধ রেজিস্ট্রেশন নেই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক বার বাজার কমিটিকে হুঁশিয়ারি দিলেও কমিটির হেলদোল নেই। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক জানান কমলা সাগর এবং সিপাহী জলার মুখ পর্যন্ত প্লাস্টিক জুন হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। তাই প্রত্যেকটা দোকানকে ১৫ জুন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।১৫ তারিখের পরে আর প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবেনা। অন্যদিকে কমলা সাগরের বেশ কয়েকটি দোকানের বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি। তাদেরকে আগামীকালের মধ্যে বৈধ নথিপত্র দেখানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ হোটেলের মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে উজরা জেয়া-ডোনাল্ড লু

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১২ জুলাই(হি.স): যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের নাগরিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া ও দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু'র ঢাকা মিশন শুরু হয়েছে। বুধবার সকালে উজরা জেয়ার নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করছেন। তার সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন ডোনাল্ড লু এবং ইউএসএইডের এশিয়া ব্যুরোর ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অঞ্জলি কৌর। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ উখিয়ার বালুখালীর ৯ নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছায় প্রতিনিধি দলটি। এ সময় তারা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার পরিচালনাধীন সেবা ও সহযোগিতা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে তারা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলবেন। এছাড়াও উখিয়ার বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে বিকেলে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়ে একটি বৈঠকের কথা রয়েছে।প্রসঙ্গত, চার দিনের সফরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছান মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া ও দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু।

জলমগ্ন আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা, সমস্যায় স্থানীয়রা

আলিপুরদুয়ার, ১২ জুলাই (হি. স.) : প্রবল বৃষ্টিতে ভাসল আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা। বুধবার রীতিমতো জল থৈ থৈ অবস্থা মনোজিৎ বাসস্ট্যান্ডে পার্কিং জোনে। দ্বীপচরে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে জল, কোথাও কোমর সমান, কোথাও হাঁটু জল।

এদিন শহরের বিজি রোড, নিউ আলিপুরদুয়ার, সূর্যনগর ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের লোহার পুল এলাকা, কলেজ পাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানিয়েছেন, রাতে ভারী বৃষ্টি হওয়ায় কিছু এলাকায় জল জমেছিল। তবে বেলা বাড়তেই সেই জল নামতে শুরু করেছে।

এবছর বর্ষা শুরু হতেই ভারী বৃষ্টিতে ইতিমধ্যে তিনবার আলিপুরদুয়ার শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শহরের নিকাশি ব্যবস্থা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ায় বারবার অভিজাত এলাকা থেকে ঘনবসতি এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতেও জল জমছে। শহরের জমা জল দ্রুত বের করতে আটটি পাম্পহাউজ করার আলিপুরদুয়ার পুরসভা ডিপিআর গিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন, শীঘ্রই শহরে জমা জল বের করার জন্য হাইস্পিড পাম্প সহ পাম্প হাউজগুলি তৈরি করা হোক। নইলে আগামীতে ভোগান্তি আরও বাড়বে।

এনএফআইডব্লিউ

● আটের পাতার পর

বাক স্বাধীনতা, সামাজিক মাধ্যমে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমস্ত কিছুতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে উএই সমস্ত ঘটনার ভারতের জাতীয় মহিলা ফেডারেশন তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে। নেত্রী অ্যানি রাজা সহ অন্যান্য মহিলা নেত্রী, কুকি এবং জোমি ছাত্র সংস্থার নেতৃত্ব এবং অধ্যাপক খান খান সুয়ান হাউসিং-এর উপর থেকে সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। বুধবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান, এনএফআইডব্লিউ সভানেত্রী তুলসীদাস কপালি, রাজ্য সম্পাদিকা জয়া বিশ্বাস প্রমূখ।

কৈলাসহরে

● আটের পাতার পর

থেকে অবৈধভাবে ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাড় হয়ে ধর্মনগর শহরে বোনের বাড়িতে এসেছিলো। অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দালালকে দিয়েছে বলে আটক বাংলাদেশের নাগরিক নকুল দেবনাথ জানান। গতকাল সন্ধ্যায় নকুল দেবনাথ ফের সেই দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশ যাবার জন্য লাটিয়াপুরা গ্রামে এসেছিলো এবং ফের আবার পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে সেই দালাল গভীর রাতে নকুলকে লাটিয়াপুরা গ্রামের ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশ পাঠাবে বলে নিয়ে এসেছিল।

যান দূর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

খবর পাঠিয়েছেন। দমকল বাহিনী আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, আজ দুপুরে উদয়পুর থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে টিআর০৩এইচ৮৭৭৭ নম্বরের একটি বাইক চড়িলাম পুরানবাড়ী মনু ফকির দর্গার সামনে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুই বাইক আরোহী। স্থানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাই বিশালগড় দমকল বাহিনীকে খবর পাঠিয়েছিল। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, আহত দুই বাইক আরোহী হলেন তপন সূত্রধর ও বাবুল চক্রবর্তী। বর্তমানে আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মাতাবাড়ির

● প্রথম পাতার পর

পারে সন্দেহে বিকাল থেকে শুরু হয়েছে তল্লাশি। এনডিআরএফ-এর ২৭ জন জওয়ান জলে নেমে তল্লাশি শুরু করেছেন। এ বিষয়ে বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, আজ সকালে দীঘির জল থেকে বহু পুরনো মানুষের মাথার একটি খুলি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে বেরিয়ে আসবে কতদিন পুরনো মাথার খুলি উদ্ধার হয়েছে। তাঁর কথায়, উদয়পুরে কোথাও খুনের ঘটনা শোনা যায়নি। তাছাড়া, তিনি মন্দির কর্তৃপক্ষকে তড়িঘড়ি দীঘির জল শুদ্ধিকরণের নির্দেশ দিয়েছেন।মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পুকুরের পবিত্র জলে মানব কঙ্কালের মাথার খুলি পাওয়ার ঘটনায় গোটা উদয়পুর মহকুমায় তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ উদ্বেগজনক এ ঘটনার পেছনের উৎস, উদ্দেশ্য শনাক্ত করা এবং ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারেরও দাবি জানিয়েছেন।

পাঁচ চোর

● প্রথম পাতার পর

হভিশ পোশাক পড়ে আর্থিক সহায়তার জন্য শহরের বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে সে। চোর চক্রে তার কাজ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহণ করা। পরে সেই তথ্য দিয়ে সবাই মিলে চুরি সংঘটিত করতেন। সর্বমোট উদ্ধারকৃত জিনিসের বাজার মূল্য আনুমানিক ৩ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার নেতৃত্বে যেমন বিশাল পুলিশ বাহিনী ছুটে যায়, ঠিক তেমনি জিরানিয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রী দাসও বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরবর্তী সময়ে অবরোধকারীদের সাথে দফায় দফায় কথা বলে উপযুক্ত আইনি ব্যাবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিলে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়। তবে এই গোটা ঘটনা"কে কেন্দ্র করে খামথিংবাড়ি এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

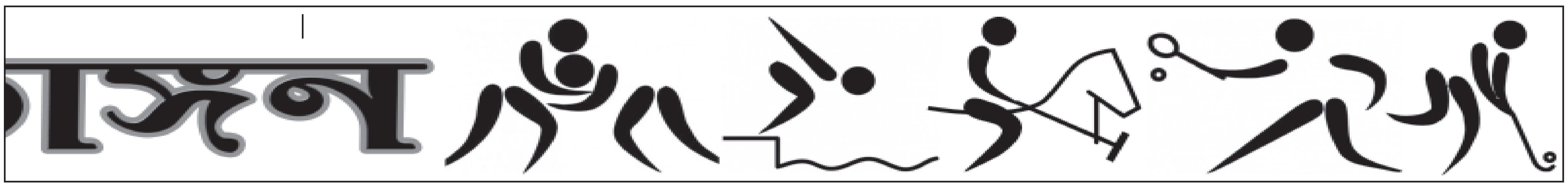

মৌসুমীর হ্যাটট্রিক, দিপালীর জোড়া গোল প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো ফুলো ঝানু

ফুলো ঝানু-৫ চলমান সঙ্ঘ-০

(মৌসুমী-হ্যাটট্রিক, দিপালী-২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। দুর্বল চলমান সঙ্ঘকে বিধ্বস্ত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো নবাগত ফুলো ঝানু ফুটবল আকাদেমি। বুধবার সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে কার্যত একতরফা খেলে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেলো ফুলো ঝানু ফুটবল আকাদেমি। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা লিগ ফুটবলে। ম্যাচে ফুলো ঝানু ফুটবল আকাদেমি ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করে চলমান সঙ্ঘকে। বিজয়ী দলের পক্ষে হ্যাটট্রিক করেন মৌসুমী ওরাং। তবে এদিন যদি আরও বড় ব্যবধানে জয় পেতো ফুলো ঝানু ফুটবল আকাদেমি তাহলে অবাক হওয়ার কিছু ছিলো না। একঝাঁক নবাগত ফুটবলার নিয়ে এবছর দল গড়ে চলমান সঙ্ঘ। অপরদিকে ফুলো ঝানু দলে ছিলেন অভিজ্ঞ ফুটবলাররা। ফলে স্বভাবতই এগিয়ে থেকে মাঠে নামে ফুলো ঝানু ফুটবল আকাদেমির ফুটবলাররা। দুই গোল করলেও এদিন হ্যাটট্রিক করতে পারতেন দিপালী হালাম। বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে যেমন নিজের হ্যাটট্রিক হারিয়েছেন তেমনি দলকে আরও বড় ব্যবধানে জয় পেতে দেননি দিপালী। এছাড়াও বেশ কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করেছেন ফুলো ঝানু ফুটবল আকাদেমি ফুটবলাররা। এদিন প্রথম গোল পেতে বিজয়ী দলকে অপেক্ষা করতে হয় ২৭ মিনিট। মৌসুমী ওরাং এর থ্রু চিরে ফুলো ঝানু ফুটবল আকাদেমিকে এগিয়ে দেন দিপালী হালাম। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়া বাঁশি বাজার আগে দিপালী নিজের এবং দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের লাগাম নিজেদের হাতে তুলে নেন ফুলো ঝানু ফুটবল আকাদেমির ফুটবলাররা। শুরু হয় ক্রমাগত আক্রমণ।

তাতে দিশেহারা হয়ে পড়েন চলমানের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা। ওই সুযোগে ম্যাচের ৫৮, ৬১ এবং ৭৭ মিনিটে পর পর তিনটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন মৌসুমী ওরাং। মরশুমে এটি প্রথম হ্যাটট্রিক মৌসুমী-র। এরপরও বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিলো ফুলো ঝানু দল। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে পারেনি। রেফারি সুকান্ত দত্ত হলুদ কার্ড দেখান চলমান সঙ্ঘের স্নেহা দেবনাথকে। চলমান এখনও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি।

জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে কল্যাণ সমিতি, টানা হার স্পোর্টস স্কুলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ঐতিহ্য তলানিতে। টানা দুই ম্যাচে হার ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের। কল্যাণ সমিতির কাছেও মুখ থুবড়ে পড়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। পক্ষান্তরে জয়ের ধারা অক্ষুন্ন রেখে এগুচ্ছে কল্যাণ সমিতি। প্রথম ম্যাচে নবোদয়কে দুই-শূন্য গোলে হারানোর পর আজ, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল কে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের সপ্তম ম্যাচে আজ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ও কল্যাণ সমিতি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে বি ডিভিশনের খেলায় প্রথমার্ধ নিষ্ফলা কাটে। দুই দলের খেলোয়াড়রা গোলমুখী আক্রমণ রচনা করলেও কার্যত গোলের সুযোগ কেউ পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ৬৭ মিনিটের মাথায় কল্যাণ সমিতির লালবান যাইয়া একটি গোল করে দলকে এক- শূন্যতে এগিয়ে দেয়। ১০ মিনিট বাদে স্পোর্টস স্কুলের জোহন জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে।

ফের আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলা এগুতে থাকলে শেষ দিকে খেলার ৮৬ মিনিটের মাথায় ভ্যান লাল কিমা কল্যাণ সমিতির পক্ষে আরও একটি গোল করে চূড়ান্ত ব্যবধান ২-১ করে নেয়।

উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারী দুদলের চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেবরায়, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, আদিত্য দেববর্মা ও কার্তিক দাস। দিনের খেলা: নবোদয় সংঘ বনাম ব্লাড মাউথ ক্লাব, বিকেল চারটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

দলীপ ট্রফির ফাইনালে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে বড় স্কোরের লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং দক্ষিণাঞ্চলের। লক্ষ্য রয়েছে বড় স্কোর গডার। কতটুক সফল হবে তা এই মুহূর্তে হলফ করে বলা যাচ্ছে না। তবে চেষ্টার কোনও রকম ত্রুটি রাখছে না দক্ষিণাঞ্চল। ধীরেসুস্থে ব্যাট করে প্রথম দিনে রানের গড় ২.৮ রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯ বারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিমাঞ্চলের সামনে এই প্রায় দুইশত রানের টার্গেট তেমন প্রভাব পড়বে না বলেই মনে হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে প্রথম দিনে ৯০ ওভার খেলাও সম্ভব হয়নি। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে পশ্চিমাঞ্চল টস জিতে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণাঞ্চলকে আমন্ত্রণ জানায় ব্যাটিং এর জন্য। দিনভর ৬৫ ওভার খেলা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে দক্ষিণাঞ্চল ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। ওপেনার আর সমর্থ সাত রানে আউট হলেও মৈয়াঙ্ক আগরওয়ালের চল্লিশ রান, অধিনায়ক হনুমা বিহারীর ৬৩ রান উল্লেখযোগ্য। টেল এন্ডার ব্যাটসম্যানরা তেমন রান সংগ্রহে সক্ষম হয়নি। ওয়াশিংটন সুন্দর নয় রানে এবং ভ্যাশাক ৫ রানে উইকেটে রয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের বোলার নাগোয়াশ ওয়ালা, টি গজা, শ্যামস মুলানি প্রত্যেকে দুটি করে এবং এ শেঠ একটি উইকেট পেয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিন।

অসমে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা পিছিয়ে পড়ছে রাজ্যের দাবাড়ুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। কিছুটা পিছিয়ে পড়লো রাজ্যের দাবাড়ুরা। অসমে অনুষ্ঠিত আযোধ্যা আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। ডাউন টাউন স্কুলের অনুষ্ঠিত আসরে বুধবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ লিখা পর্যন্ত ২ পয়েন্ট নিয়ে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু অনুরাগ ভট্টাচার্য-র খেলা চলছিলো তৃতীয় রাউন্ডে। মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অপর দাবাড়ুদের মধ্যে প্রাঞ্জল দেবনাথ শুধুমাত্র তৃতীয় রাউন্ডে জয় পায়। প্রাঞ্জলের পযেন্ট ২। এছাড়া রুদ্র মজুমদার, রুদ্রনীল দেবনাথ, শুভায়ন দাস এবং আগ্রুষ কর্মকার হেরে যায়। ৩ রাউন্ড শেষে রুদ্র-র দেড়, রুদ্রনীলের ১, শুভায়ন ও আদ্রুস পয়েন্ট করতে পারেনি। আজ চতুর্থ এবং পঞ্চম রাউন্ডের খেলা হবে।

সোনামুরায় ক্রিকেট সেমির সূচী ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ঘোষিত হলো সেমিফাইনালের সূচী। ১৫ জুলাই হবে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ। তাতে ব্লাড ড্রপস ক্লাব খেলবে নেতাজি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এবং ১৭ জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শতদল সঙ্ঘ খেলবে মতিনগর প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। দুটি ম্যাচই হবে মেলাঘর স্কুল মাঠে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটে। এদিকে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেতে ৪ দলই জোড় প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা সূত্রে খবর।

উজবেকিস্তানের লক্ষ্যে দিল্লি থেকে আরাধ্যা আজ বিমানে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। দেশের রাজধানীতে পৌঁছলো দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। আগামীকাল সকালের উজবেকিস্তানের বিমানে চড়বে। উজবেকিস্তানের তাসকন্দে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা। ১৩-২১ জুলাই হবে আসর। দেশের জার্সি গায়ে জড়িয়েই আসরে খেলবে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির গর্ব দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। বুধবার রাজ্য ছাড়ার আগে আরাধ্যা বলে,'দেশের সম্মান রক্ষা করতে নিজের সর্বশ্র উজার করে দেবো। এতেদিন যা শিখেছি ৬৪ ঘরের লড়াইয়ে তা প্রয়োগ করবো। চেষ্টা করবো সাফল্য পেয়ে দেশে ফিরতে। এরজন্য রাজ্যবাসীর আশির্বাদ কামনা করি'। আরাধ্যার সঙ্গে গেছেন ওর বাবা অনুজ কুমার দাস।

টি আই টি-তে নির্মীয়মান ক্রিকেট পিচে লাল মাটি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। লাল মাটিতে ক্রিকেট পিচ তৈরি হচ্ছে রাজ্যে। টিআইটি মাঠে রাজ্য ক্রিকেটের স্বপ্নপূরণ হতে যাচ্ছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই। তারই নতুন সংযোজন লাল মাটিতে পিচ তৈরির কাজ চলছে জোর কদমে। মুখ্য দায়িত্বে রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের চীফ পিচ কিউরেটর আশীষ ভৌমিক। তিনি ত্রিপুরারই প্রাক্তন ক্রিকেটার বলে আলাদা একটা নস্টালজিয়া রয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের গ্রাউন্ড এবং পিচ এর সিনিয়র ম্যানেজার অনিমেষ সাহা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দও কাজের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

খো খো সংস্থার কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।।গঠিত হলো ১৯ সদস্যের নতুন কমিটি। রাজ্য খো খো সংস্থার। রবিবার এন এস আর সি সি-র মিলনায়তনে হয় রাজ্য খো খো সংস্থার বার্ষিক সাধারন সভা। তাতে শুরুতে সচিবের প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ আয় ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন। পরে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে আগামী ৩ বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির সভাপতি এন ডি সি বিদ্যুৎ দেববর্মা, সহসভাপতি চন্দন সুর, আশু রঞ্জন মজুমদার, মিঠুন রায়, সচিব মিনতি পাল, যুগ্ম সচিব মণীন্দ্র চন্দ্র দেব, সমীর রুদ্র পাল, কোষাধ্যক্ষ সুব্রত পাল নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া কার্যকরি কমিটিতে সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে ১১ জনকে। নতুন কমিটি গঠনের পরই রাজ্যে ওই খেলার জনপ্রিযতা আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে প্রাথমিকভাবে আলোচনা হয়।

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA ACE	TR01-O-1766	Engine No:- Nil & Chassis No: - Nil	26.05.2023 at 7:30 pm	Sri Priyalal Sen, Fr. A/O FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day on ...05-07-2023

(K. Debbarma, TFS) Sub-Divisional Forest Officer Sadar Forest Sub-Division
(K.Debbarma, TFS) Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala

ICA/D-576/3

CORRIGENDUM.

For smooth processing of Auction , partial modification in of "work name " "Demolishing existing store cum office, putting shed, farm qtr, labour shed, is load bearing structure with GCI sheet roofing structure having wooden door windows cement concrete flooring etc" related with Notice Inviting Auction No. 03/EE(AGRI)/S/2023-24 as circulated vide No.F.11(57)-EE(Agri)-S/2023-24/948-60, dated 04/07/2023 .
All other terms & conditions of the Auction documents will remain unchanged. This Corrigendum will also be a part of Auction documents.

Er. B. Debbarma)
Executive Engineer (Agri.)
South, Udaipur, Tripura

ICA/C-1378/23

NOTICE SHORT INVITING e-TENDER NO. 09 /EE(AGRI)/S/2023-24.

SL. NO.	NAME OF THE WORK / DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
01	Replacement of Micro Drive, Relay and cooling Fan of 2000 MT capacity Belonia Multipurpose Cold Storage for the year 2023. 05/EE/AGRI/SOUTH/2023-24	Rs. 1,94,200.00	Rs. 3,884.00	10 Days	Up to 21/07/2023 at 4.00 PM	On 24/07/2023 at 11.00 AM (if possible)

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03621-222486.

(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

ICA/C-1371/23

TENDER INVITING TEDER (NIT)

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 20/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 & DNIT No.27/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2021-22	Upto 3.00 pm On 31/07/2023	At 4.00 pm on 31/07/2023 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura.

ICA/C-1366/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No.: 16/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
1. Name of Work: Vertical extension of food processing building at TIT Campus for Proposed National Law University, Tripura/SH. Building portion including water supply and sanitary installation.
Estimated Cost: Rs.1,11,46,990.00
DNIT No: 30/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24
2. Bid Fee: Rs.4000.00
3. Last date & time for online Bidding: 05/08/2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura District, Tripura:

ICA/C-1362/23

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA: TRIPURA

Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 03/EE/DIV-I/AMC/2023-24 Dated:- 10/07/2023

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

SI No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 04/EE/DIV-I/AMC/ 2023-24	Rs. 8,74,999/-	Rs. 17,500/-	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 24-07-2023 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs.
2. Time and date of opening of bid: 24-07-2023 at 16.00 Hrs if possible.
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

No.F.AC-22(8)-TPSC/2023
TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

Dated, Agartala, 12th /07/2023

NOTIFICATION

Subject: Refund of 'Application Fee' in regards to various cancelled recruitment process under this Commission.

In accordance with the Commission's Notifications regarding cancellation of the recruitment to the different posts under different departments, Govt. of Tripura as mentioned in the table below, all the applicants concerned are requested to collect the 'Application Fee' by cheque producing 'Receipt copy of Application Form'/'Payment Slip'.

Sl. No.	Name of the cancelled post	Advt. No. & date	Notification No. & date of cancellation of recruitment process	Date & Time
1	Forest Ranger under Forest Deptt. Govt. of Tripura	No. 02/2017 Dt. 10.03.2017	No.F.11(36)-Rectt/TPSC/2017, Dt. 02.01.2019	13th July, 2023 to 31st, 2023 on any working day during the office hour from 12.00 Noon to 5.00 PM.
2	Dental Surgeon, Ex-Cadre, Gr-A Gazetted under Health & Family Welfare Deptt., Govt. of Tripura	No. 23/2017, (Item No. 01) Dt. 06.12.2017		
3	Assistant Professor, Government (General) Degree College, Group-A Gazetted under Education (Higher) Department, Govt. of Tripura	No. 19/2017, Dt. 26.09.2017		

(A. BHATTACHARJEE)
Under Secretary (H.O.)
Tripura Public Service Commission

GOVERNMENT OF TRIPURA
EDUCATION (SCHOOL) DEPARTMENT

NATIONAL AWARD TO TEACHERS,2023

Registrations open now and last date for online self-nomination by teachers is

15TH JULY,2023

Web portal for online self-nomination & more information and query, visit :
https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/

For further details contact concerned office of the District Education Officer and Inspector of Schools.

(Chandni Chandran,IAS)
Director
Secondary Education

ICA/D-572/23

৭৫ তম রাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী দিবস উপলক্ষ্যে এবিভিপির উদ্যোগে আগরতলায় শোভাযাত্রা। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১৩০০ জন ককবরক শিক্ষক রয়েছেন, বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। রাজ্যে গত তিন বছরে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে স্নাতকস্তরে বি'ন বিষয়ে ৬০ জন এবং বাণিজ্য বিষয়ে ১২জন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক রামু দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানান। মুখ্যমন্ত্রী আজ প্রশ্নোত্তর পর্বে জানান, শূন্য পদে নিয়োগ একটি চলমান প্রক্রিয়া। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের পরই শূন্য পদে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়।

বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার আনা একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সভায় জানান, বর্তমানে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১৩০০ জন ককবরক শিক্ষক রয়েছেন। বিধায়ক কিশোর বর্মণের আনা এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৫৭টি পিএম শ্রী (প্রধানমন্ত্রী স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া) স্কুল চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত প্রকল্প বিষয়ে রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুমোদন পেলেই এই প্রকল্প অনুসারে রাজ্যের অধিকাংশ ব্লক এলাকায় বিদ্যমান এই স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের থাকার জন্য আবাসন নির্মাণ ইত্যাদি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শুরু করা হবে। বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি অর্থবছরে ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে তিনি জানান, রাজ্যে সৈনিক স্কুল খোলার জন্য একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে ২০৫টি বিদ্যালয়ে ভোকেশনাল এডুকেশন কোর্স চালু আছে। বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর পরিচালিত অনুদান প্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯টি। এর মধ্যে বর্তমান অর্থবছরে উদয়পুরের রমেশ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সভায় জানান, রাজ্যের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ফি-র উপর রাজ্য সরকারের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয়ের স্থাপনা এবং পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের তরফে সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মহিলা নেত্রীদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানাল এনএফআইডব্লিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। অ্যানি রাজা সহ অন্যান্য মহিলা নেত্রীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার জোরালো দাবি জানিয়েছে এন এফ আই ডব্লিউ। সম্প্রতি মণিপুরে রাজ্যের দাঙ্গাকবলিত এলাকা গুলিতে বিভিন্ন শরনার্থী শিবির পরিদর্শন করেন ভারতের জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যানি রাজার নেতৃত্বে ৩সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অ্যানি রাজা, নিশা সিদ্ধু এবং আইনজীবী দীক্ষা দ্বিবেদী। দাঙ্গাকবলিত এলাকাগুলিতে পরিদর্শন করে দিল্লি ফিরে যান প্রতিনিধি দলটি উ দিল্লি ফিরে দিল্লি প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন নেতৃবৃন্দ । সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন মণিপুরে চলমান দাঙ্গার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে বিজেপি"র নেতৃত্বে রাজ্য সরকার দায়ী। সম্প্রতি মুখমন্ত্রী বীরেন সিং যে পদত্যাগ করতে রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলেন তা পুরোটাই নাটক।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৮ জুলাই মনিপুর সরকার নেত্রী অ্যানি রাজা, সংগঠনের অন্যতম নেত্রী নিশা সিদ্ধু এবং আইনজবি দীক্ষা দ্বিবেদীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা সহ বিভিন্ন মামলা রুজু করেছে। এছাড়াও মনিপুর সরকার কুকি ছাত্র সংস্থা এবং জোমি ছাত্র সংস্থার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা রুজু করেছে। মনিপুর দাঙ্গা সম্পর্কে একটি বাস্তব তথ্য সম্পূর্ণ বই লেখায় হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খান খান সুয়ান হাউসিং-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতা সহ বিভিন্ন মামলা রুজু করেছে মনিপুর সরকার। মনিপুর রাজ্যে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ভাবে মানুষের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল নয়াদিল্লিতে 'এফপিওএসের মাধ্যমে প্যাক্স শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক কনক্লেভ

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই।। ১৪ জুলাই নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সহযোগিতা মন্ত্রকের মন্ত্রী অমিত শাহ এফপিওএসএ'র মাধ্যমে প্যাক্স শক্তিশালী করণ শীর্ষক এক কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন। একদিনের এই কনক্লেভের লক্ষ্য প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করার উপর আলোচনা করা। কনক্লেভটি এই সেক্টরের বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি সারা দেশের এফপিওএস'র সদস্যরা অংশ গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয় সহযোতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় এনসিডিসি তথা ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের এই কনক্লেভের আয়োজন করছে।

কৃষকদের দ্বারা গঠিত সম্মিলিত সত্তা হওয়ায় তাদের সম্পদ সংগ্রহ করতে এবং দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম এই সেক্টরের সঙ্গে যুক্তরা। এফপিওএস হল কৃষি রূপান্তরের অন্যতম প্রধান বাহন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সাকার সে সমৃদ্ধ' এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ'র প্রচেষ্টায় সম্প্রতি সমবায় সেক্টরে ১১০০ টি নতুন এফপিওএস গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক সম্প্রতি এনসিপিসিকে অতিরিক্ত ব্লক বরাদ্দ করেছে। যাতে সমবায় সেক্টরে ১১০০টি এফপিও গঠন এবং উন্নীত করার জন্য সমবায় খাদকে শক্তিশালী করা যায়। এফপিওএস স্কিমের অধীনে প্রতিটি এফপিওএসকে ৩৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আরও সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ক্লাস্টার ভিত্তিক ব্যবসায়ীক সংস্থাগুলিকে প্রত্যেকটিকে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। প্যাক্স এর প্রায় ১৩ কোটি কৃষকের একটি বিশাল সদস্য বেস রয়েছে। যারা প্রাথমিকভাবে স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং বীজ, সার ইত্যাদি বিতরণে নিযুক্ত। বর্তমানে দেশের ৮৬ শতাংশেরও বেশি কৃষক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক।

রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় ২,০৫৩টি ন্যায্যমূল্যের দোকান রয়েছেঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। রাজ্যে চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় ২,০৫৩টি ন্যায্যমূল্যের দোকান রয়েছে। আজ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১৮-২০টি ন্যায্যমূল্যের দোকান ছিল। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত আরও ২৩৩টি নতুন ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলায় বর্তমানে রাজ্যে রেশন দোকানের সংখ্যা ২,০৫৩ দাঁড়িয়েছে যা প্রয়োজনের নিরিখে পর্যাপ্ত বলা যায়। তবে কোথাও যদি নতুন রেশন দোকান খোলার কোন ধরণের প্রস্তাব আসে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে দপ্তরের তরফে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

খাদ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে রেশনসামগ্রী মজুত রয়েছে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের সকল রেশন দোকানে গণবন্টন ব্যবস্থায় মাসিক বরাদ্দের চাল, আটা ও অন্যান্য রেশন সামগ্রী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং সাধারণ ভোক্তাগণ নিয়মিত সঠিকভাবে রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে গণবণ্টন ব্যবস্থার অধীনে মুসুর ডাল, চিনি এবং লবন রেশন দোকানে সরবরাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাপ্লায়ার দ্বারা বহি:রাজ্য থেকে আমদানির ক্ষেত্রে পরিবহণজনিত সমস্যা, পন্যদ্রব্যের গুণগতমান পরীক্ষা ইত্যাদি কোন কারণে সাময়িক বিলম্ব হলে যদিও তা বিরলতম ঘটনা, পরবর্তীতে যখন রেশন দোকানে এই দুব্যগুলির যোগান স্বাভাবিক হয়, ভোক্তাদের তাদের নির্দিষ্ট মাসিক বরাদ্দ যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। খাদ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সমস্ত রেশন দোকানে ই-পস মেশিনে ভোক্তাদের আধার প্রমাণীকরণের মাধ্যমে রেশন বিতরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে ভোক্তাদের মাসিক বরাদ্দের রেশন সামগ্রী সঠিকভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি প্রত্যেক মহকুমায় দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সহ খাদ্য পরিদর্শকরা প্রতিনিয়ত রেশন দোকানগুলির উপর কড়া নজরদারি রাখছেন এবং কোথাও কোন ধরণের অবৈধ কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে দপ্তর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

উত্তর জেলায় কংগ্রেসে ভাঙ্গন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি রূপময় ভট্টাচার্য সহ বেশ কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতারা দলত্যাগ করলেন। কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে উত্তর জেলায় জাতীয় কংগ্রেস দল ছিন্নভিন্ন হওয়ার পথে। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রুপময় ভট্টাচার্য, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি কঙ্কজ দে, মাইনোরিটি কংগ্রেস সেলের সদস্য সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সহ একগুচ্ছ কংগ্রেস নেতা প্রদেশ কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে শুধুমাত্র পদ থেকে নয় কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগ করলেন। ক্রমবর্ধমান রাজ্য কংগ্রেসের দ্বিচারিতার মনোভাব এবং সুদীপ রায় বর্মনের কান্ড কীর্তির উপর তারা আস্থা হারিয়ে দীর্ঘদিনের কংগ্রেস দলের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। নির্বাচনের পর যখন বিভিন্ন দিকে কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছিল তখন কোন কংগ্রেস নেতাকে কর্মীদের পাশে পাশে পাওয়া যায়নি। এমনকি উত্তর জেলার কংগ্রেসকর্মীরা যখন সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেছে তখনও তাদেরকে কেউ উদ্ধতন নেতারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। তাই ৩০/৩৫বছর যাবৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস করে আসা বিভিন্ন পদে আসীন উত্তর জেলার কংগ্রেস কর্মকর্তারা আজ ক্ষোভ জানিয়ে কংগ্রেস দল থেকে চিরতরে পদত্যাগ করল। তাদের মধ্যে একজন কর্মচারী নেতা তাপস রায় চৌধুরী যিনি ১৯৭২ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল করে আসছেন প্রচন্ড ব্যথা বেদনা নিয়ে আজ কংগ্রেস দলকে বিদায় জানালেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কিছু দুর্বলতা রয়েছে বলে তারা স্বীকার করেন। আগরতলার কংগ্রেস নেতারা যেমন করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বোঝায় তারাও তেমনি করে কাজ করে যায়। কখনো কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে না। তাই তাদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে হতে আজ তার বিস্ফোরণ ঘটলো। উল্লেখ্য,,গত বিধানসভা নির্বাচন থেকে ধর্মনগর কংগ্রেস ভবনে একটা বিভাজনের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যখন নতুন করে সিপিএম থেকে কংগ্রেসে যোগদান করে একজন বহিরাগত কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে যায় এবং প্রাক্তনরা প্রতারিত হয় তখন থেকেই ধর্মনগরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে শুরু করে। তারা আরো জানায়, শুধুমাত্র নেতৃবৃন্দ নয় ,দলে দলে বহু কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস দল ত্যাগ করে অন্য দলের সমর্থক হয়ে যেতে পারে। গত বিধানসভা নির্বাচনে দীর্ঘদিন যাবত যে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এতদিন যাবত জাতীয় কংগ্রেস এই রাজ্যে আন্দোলন করে এসেছে ,পদে পদে হিংসার শিকার হয়েছে তাদের সঙ্গেই এবার রাজ্যে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের মধ্যে আসন সমঝোতা হয় তখন থেকেই প্রাক্তন কংগ্রেস কর্মী দুর্দিনের বন্ধুরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। আর বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেসের বিশেষ করে সুদীপ প্রায় বর্মনের কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে অবশেষে তারা কংগ্রেসকে চিরতরে বিদায় জানান।

গন্ডাছড়ায় সিপিএম ও তিপ্রা মথার ১৬৪ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ধলাই জেলার গন্ডা ছড়ায় বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। বিরোধীরা পাহাড়ী এলাকায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। দীর্ঘদিনের নেতৃত্ব ও কর্মীর সমর্থকরা দল ত্যাগ করে শাসক দলের পতাকা তলে সামিল হতে শুরু করেছেন। তাতে রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছে বিরোধী শিবির। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী শিবের বড়সড় ভাঙণ দেখা দিয়েছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গন্ডাছড়া মহকুমায় জোর কদমে চলছে শাসক দলে শামিল হওয়ার প্রবণতা। বুধবার গন্ডাছড়ার নারিকেল কুঞ্জ এডিসি ভিলেজে সিপিআইএম এবং তিপরা মথা দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হলেন ৬৪ পরিবারের ১৬৪ ভোটার। সিপিআইএম যুব নেতা সুভাষ চাকমা এবং রাকেশ চাকমার নেতৃত্বে এই যোগদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চা রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, মন্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, বিজেপি ধলাই জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা সহ অন্যান্যরা। এই যোগদান সভায় নবাগতদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরন করে নেয় উপস্থিত নেতৃত্বরা। বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসক দলে শামিল হয়ে তারা বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে দিশায় দেশ পরিচালনা করছেন তাতে আকৃষ্ট হয়ে তারা বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসকদলের পতাকা তলে শামিল হয়েছেন। তারা বিলম্বে হলেও বুঝতে পেরেছেন বিরোধী শিবিরের থেকে রাজ্যের এবং দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের সাথী হওয়ার জন্যই তারা বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসক দলে শামিল হয়েছেন।

অভয়নগরে নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার সাতজন। ছবি নিজস্ব।

অবৈধভাবে আসা বাংলাদেশী নাগরিক আটক কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। আবারও অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা বাংলাদেশের এক নাগরিক আটক। ঘটনা কৈলাসহরের ইরানী থানার অন্তর্ভুক্ত লাটিয়াপুরা এলাকায়। আটক বাংলাদেশের নাগরিককে ইরানী থানার পুলিশ বুধবার দুপুরে কৈলাসহরের আদালতে প্রেরণ করে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় উল্লেখ্য,ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা কৈলাসহরের ইরানী থানার অন্তর্ভুক্ত লাটিয়াপুরা গ্রামটি অবস্থিত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইরানী থানার ওসি যতীন্দ্র দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টি.এস.আর বাহিনী লাটিয়াপুরা গ্রাম থেকে সন্দেহজনক যুবককে আটক করে ইরানী থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে ইরানী থানার পুলিশের কাছে ধৃত যুবক নিজেই স্বীকার করে জানায় যে, সে বাংলাদেশের নাগরিক এবং সে বৈধ কাগজ পত্র ছাড়াই গত একমাস পূর্বে ভারতে প্রবেশ করেছিলো । তবে, এব্যাপারে ইরানী থানার ওসি যতীন্দ্র দাস জানান যে, ধৃত বাংলাদেশের নাগরিকের নাম নকুল দেবনাথ, পিতা -বনমালী দেবনাথ। ধৃত বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার মজলিশপুর গ্রামের বাসিন্দা। ইরানী থানার পুলিশ নকুলের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট আইনে মামলা নিয়েছে। পুলিশ বুধবার দুপুরে কৈলাসহরের আদালতে নকুল দেবনাথকে প্রেরণ করেছে। তবে, ইরানী থানার ওসি যতীন্দ্র দাস এও জানান যে, লাটিয়াপুরা গ্রামের ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বি.এস.এফের ডিউটিতে গাফিলতি রয়েছে। বি.এস.এফের খামখেয়ালিপনার জন্যই অবৈধভাবে বাংলাদেশের নাগরিকরা ভারতে অনায়াসে প্রবেশ করছে বলে ওসি যতীন্দ্র দাস জানান। তবে, আটক বাংলাদেশের নাগরিক নকুল দেবনাথ জানান যে, বিগত একমাস পূর্বে লাটিয়াপুরা গ্রামের এক দালালের মাধ্যমে নকুল দেবনাথ বাংলাদেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গকুলনগরে বিএমএসের র‍্যালী জনমুখী বাজেটের সমর্থনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ভারতীয় মজদুর সংঘ গকুলনগর রাস্তার মাথা শাখার উদ্যোগে রাজ্যের জনমুখী বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এক র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। র‍্যালিটি রাস্তার মাথা বিএমএস অফিস থেকে শুরু হয়ে আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়ক পরিক্রমা করে রাস্তার মাথায় কমিউনিটি হল ঘরে এসে শেষ হয়। পরবর্তী সময়ে গকুলনগর রাস্তার মাথা কমিউনিটি হল ঘরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ভারত মায়ের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সভার সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা উত্তর অংশের বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা , ভারতীয় মজদুর সংঘের রাস্তা মাথা শাখার সভাপতি দিলীপ সূত্রধর, সম্পাদক রতন দাস গুপ্ত সহ ভারতীয় মজদুর সংঘের শ্রমিকগণ। জনমুখী বাজেট নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক শ্রমিকদের সামনে রাজ্যের বাজেট জনগণের স্বার্থে ও উন্নয়নের ধারায় বাজেট করা হয়েছে বলে আলোচনা করেন। তাছাড়া জনমুখী বাজেট ঘোষণার সময় বিধায়ক সুদীপ বর্মনের বিকৃত আচরণের তীব্র নিন্দা জানান বিজেপির জেলা সভাপতি।

দেবীপুর স্কুলের একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মানসিক হেনস্থার অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। কমলা সাগর দেবীপুর স্কুলের একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে মানসিক হেনস্তার অভিযোগ করল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। এই ঘটনার পর বুধবার দিনভর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্কুল চত্বরে। প্রধান শিক্ষকের রুমের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা। এক স্কুল পড়ুয়ার অভিযোগ স্কুলের একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের নিয়ে এমন সব মন্তব্য করে যাতে তারা পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কি সেই অভিযোগ এ বিষয়ে ছাত্রটি একজন দিদিমণি এবং একজন শিক্ষকের নাম ধরেই বলতে শোনা গেছে তারা নাকি বলছেন তোরা পাস করবি না অথবা কেন পরীক্ষা দিচ্ছিস। এখন স্কুলগুলিতে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে শুরু করে নবম শ্রেণী এবং একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা চলছে। শুধু তাই নয় একাদশ থেকে পাস করে দ্বাদশ শ্রেণিতে যাওয়ার কথা তাদের মধ্যে যারা ব্রেক পেয়েছেন তাদেরও পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ উঠছে পরীক্ষা হলেই ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক হেনস্থা করছেন স্কুলের একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ পরীক্ষা এক ঘন্টা যেতে না যেতেই তাদের খাতা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন দিদিমণি দাদা মনিরা। কেন নিয়ে যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করতেই এক দিদিমণি উত্তর দিলেন তোরা পাস করবি না। তোদের পড়ালেখার ধরন দেখলেই এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারনা জন্মে গেছে আমাদের। তাই বলছি অযথা সময় নষ্ট না করে পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে যেতে। এক শিক্ষক মশাই বলছেন তোরা পাস করলে আমি জুতার মালা গলায় পড়বো। পরীক্ষা হলে যে দু তিনজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল তাদেরও মানসিকভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত একাংশ শিক্ষক এমনটাই অভিযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের। প্রতিনিয়তই তাদের সঙ্গে একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা মানসিক হেনস্থা করছে বলে অভিযোগ তুললেন স্কুলের পড়ুয়া। তাদের আরো অভিযোগ বারবার একাংশ শিক্ষক তারা পাশ করবেনা বলে এই ধরনের কথা বলতেই থাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকা আগেই বলে দিচ্ছেন পরীক্ষা ভালো হবে না কেন পরীক্ষা দিচ্ছিস। এক অভিভাবক অভিযোগ করেন প্রায়ই তাদের উপর একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন করে যাচ্ছে। ঐ শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম ধরেই অভিভাবক অভিযোগ করেন তারা নাকি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নানা ধরনের কু মন্তব্য করেন। অনেকে একটি পরীক্ষা দিয়েই বাকি পরীক্ষা দিচ্ছেন না তাদের ভয়ে এবং তাদের মানসিক হেনস্তার কারণে। অভিভাবকের অভিযোগ অনেক পড়ুয়া তাদের ভয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের আগাম উক্তির কারণে অনেকে লজ্জায় স্কুল যেতে চাইছে না। একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অভিভাবকরা। স্কুলটি গরীব অধ্যুষিত এলাকায়। সেখানে অধিকাংশ পড়ুয়ায় গরি ব এবং শ্রমিক পরিবারের। তাদের পক্ষে গৃহ শিক্ষক রেখে পড়ার মতো অবস্থা নেই। স্কুলেই তাদের একমাত্র ভরসা। এই অবস্থায় একাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা যদি ছাত্রছাত্রীদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সময় বলবে বলে মনে করছেন বিদ্বজনেরা। তবে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। এদিন দেবীপুর স্কুলে এসে পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকরা একাংশ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ তুলকালাম কান্ড চলে স্কুল চত্বরে। এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা অভিযুক্ত শিক্ষকদের কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। অথচ সরকার চাইছে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং বিকাশ। প্রতিনিয়ত এই নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ ও শুরু হয়ে গেছে। একের পর এক নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে সরকার রাজ্যে গুণগত শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন হওয়ার পর আরো গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায়। সরকার এই খাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করছে। সরকার চাইছে প্রতিটি ছেলে-মেয়ে নিজের যোগ্যতায় স্বাবলম্বী হতে পারেন। অথচ এই ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেদের ফায়দা লুটার জন্য সময় ফাঁকি দেওয়ার জন্য পরীক্ষা হল থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের চলে যাবার পরামর্শ দিচ্ছেন। এই ধরনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নীতিবোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ উঠছে তাদের কারণেই অনেক স্কুল পড়ুয়া স্কুল-মুখী হচ্ছে না। এখন দেখার এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং সরকার কি পদক্ষেপ নেয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।